দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী

…(জেব্-উন্নিসা)…

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী
নৈহাটী, (২৪ পরগণা)

মূল্য—১৲

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫।৬নং চিন্তামণি দাশ লেন, কলিকাতা

অতীতের গর্ভশায়ী চিন্তা আর কর্ম্মের বাঁধন,
অনাগতে প্রসারিতে সাধে যারা প্রাণের সাধন
গাঁথিবারে ব্রহ্মসূত্রে নিখিলের নরনারী-হিয়া,
মহিমার ধ্বংসস্তূপে মুক্তিমন্ত্র ফিরিছে খুঁজিয়া ;
মহান আদর্শ আর দার্শনিক সত্যের শিখরে
যাদের অগস্ত্য-তৃষা পিপাসার বারিধারা ধরে ;
জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে চাহে যারা মহত্বের জয়,
দল বাঁধি দলান্তরে করে নাকো ঘৃণা কিম্বা ভয় ;
নারীহৃদি-উৎস-পথে উৎসারিত সুমহতী বাণী
তাহাদের করপদ্মে সমর্পিছে ছোট এক প্রাণী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

জেব্-উন্নিসার উদ্দেশে

তোমার নিকুঞ্জ আজি জনশূন্য, সম্রাট-নন্দিনি !
নাচিয়া ছুটিত যেথা শ্যামপত্র তরুবীথি দিয়া
চলোর্ম্মি-মুখরা, ক্ষীণা, গতিশীলা-কানন-তটিনী,
আজি সেথা ধূ ধূ মরু ভগ্ন কুঞ্জ-তোরণ বেড়িয়া ;
বিশুষ্ক গোলাপ-বাগ ; বুলবুল উড়ে গেছে আজ
স্মৃতি শুধু মধুময় অন্তরীক্ষে করিছে বিরাজ ।
তুমি নাই, তবু ভক্ত কহে যেথা ভগবৎ-কথা,
ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থকামী বেদীমূলে মেলে যেথা আসি',
বহু পুণ্যকণ্ঠে সেথা কাঁপে তব ছন্দের বারতা;
সম্মানিত তব নাম, গান তব সেথা অবিনাশী ।
বহে আজো তব বাণী সন্ধানীর নয়নের আগে—
সে পরম-পুরুষেরে, রূপ যার ধ্যান-লোকে জাগে ।
বিজাতি, বিভিন্নভাষী—তবু আজ আমরাও তাই
পশি' সে রহস্যঘন কবিতার উপবনে তব
যেথা তুমি হোমানলে বাসনারে করেছিলে ছাই;
সঙ্গীত-কল্লোলে তব তুলিতেছি ধ্বনি অভিনব ।
আশা,—বাঁধি বাক্যজালে, স্বপ্ন তব নিগূঢ় আত্মার,
অমর বিহঙ্গশিশু,—অগ্নিপক্ষ,—অতীন্দ্রিয়তার ।

অনুবাদকের নিবেদন

ফার্সি ভাষা পড়তে পারবার শক্তি আমার নেই, অথচ জেব-উন্নিসা তাঁর বাণীকে ঐ ভাষাযোগেই প্রকাশ করেছিলেন। এ অবস্থায় ঐ বাণীকে বঙ্গবাণী করে তুলতে গেলে যা' করা দরকার, এ পুস্তিকায় তাই করা হয়েছে; অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিত্ত তাঁর কবি-আত্মাকে যে রূপ দিয়েছে, তার পরিচয়-গ্রহণ। ঐ পরিচয়কেও ভাষান্তরিত করতে গিয়ে মূলের হুবহু অনুবাদ আমি করিনি—এমন কি, স্থানে স্থানে তাকে নির্ম্মূলও করেছি। তা' ছাড়া, যে সমস্ত নাম, নির্দ্দেশ ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি, তাও যথাসম্ভব পরিহার করে' সেই বস্তুকেই লক্ষ্যস্থানীয় করেছি যা' নামরূপ-মুক্ত বলেই সার্ব্বজনীন। যাঁরা ফার্সি ভাষা জানেন, অথচ ও ভাষার সম্পদ বাংলায় ভাষান্তরিত করার ক্লেশ এড়াতে চান, ইংরাজী ভাষার মধ্যপথে পারস্য-প্রসূনকে বঙ্গভাষায় আহরিত দেখে, যে সস্তা মন্তব্যে তাঁরা অনুবাদককে নগদ বিদায় দিতে চাইবেন, তা' হয়তো—"সাত নকলে আসল খাস্তা।" ও-জাতীয় মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হবার অধিকার রাখিনে, কারণ আসল ও নকলের প্রভেদ সম্পর্কে সতর্কতা আমার ধাতুগত নয়। আমার বিশ্বাস, যাকে আমরা মৌলিক বলি, তারও মূল অন্যত্র থেকে যায়; আর সে মূল অতীতের কোনো গ্রন্থে যদি বা নাও হয়, বিশ্বস্রষ্টার গ্রন্থে তো বটেই। কবি-আত্মার আসল রূপ কোন্ দেশকালের কোন্ বিশেষ ভাষার অন্তরে ধরা আছে, তা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত; এবং আশা করি, অনন্তকাল তা' অনাবিষ্কৃতই থাকবে। যদি কোনো রূপান্তরিত কাব্য নিখুঁতভাবে মূলানুগ না হয়েও, জীবন্তবৎ হয়ে থাকে, তবে ঐ রূপান্তর ব্যর্থ নয়; অন্যথায় মূলের প্রতি সারমেয়লাঞ্ছন প্রভুভক্তি-সত্ত্বেও তা' অসার্থক।

প্রত্যেক কবিতার শীর্ষদেশে একটী করে' শিরোনাম দিয়েছি;—যে পুস্তিকা এ অনুবাদের ভিত্তি, তাতে ওরূপ শিরোনামা নেই। আধুনিক সাহিত্যিক-মণ্ডলে সুপরিচিত, কবি শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়, এ পুস্তিকার একটী পরিচয়পত্র লিখে দেওয়ায় সাদরে তা' গ্রন্থ-কলেবরে রক্ষা করেছি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

কবি-পরিচয়

কাব্যপ্রসূন অতিশয় কমণীয় বস্তু। একদেশের মাটি থেকে অন্য দেশের মাটিতে নিয়ে গেলে, প্রায়ই সে বাঁচেনা, আর বাঁচলেও তার স্বাভাবিক প্রাণশক্তির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এমনি হ্রাস পায় যে. সেই টবের ফুলে আর কাগজের ফুলে বড় বেশি তফাৎ, মনে হয় না। কাব্য ও সাহিত্যকে ভাষান্তর ক'রতে গিয়ে তার প্রাণান্তের এই 'ট্রাজেডি' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের চোখে পড়ে। এই অবাঞ্ছিত সর্ব্বনাশ থেকে বিদেশী বা বিভাষী কাব্যকে রক্ষা করা যেতে পারে যদি মালী হন সুপটু। আর, তাঁকেই প্রকৃত বিশেষজ্ঞ ফুলমালী বলা যেতে পারে, যিনি বোটানী প'ড়ে নয়—ফুলের সাহচর্য্য ক'রে ফুলের ভাষা বোঝেন, ফুলের প্রাণস্পন্দন অন্তরে অনুভব করেন। মাটি এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনেও ফুলকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার 'আর্ট' এই রকম দরদী শিল্পীরাই জানেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এই রকম একজন কুশলী ও দরদী আর্টিষ্ট; তার উপর তিনি নিজে কবি। কাব্যের মর্ম্মকথা তাঁর কাছে অতি সহজ সুন্দর ভাবে সুপরিস্ফূট হয়ে ওঠে—সে-কাব্য বিদেশী ভাষায় লেখা হ'লেও। এর প্রমাণ তিনি বহু-দিন পূর্ব্বেই দিয়েছেন, যদিচ সেদিনের কথা আধুনিক অধিকাংশ পাঠকই জানেন না, বা জান্‌লেও ভুলে গেছেন। উপহারের ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা করবার আশায় বিদেশী কাব্যানুবাদের ছেলে-ভুলানো সংস্করণ প্রকাশের রেওয়াজ যখনও চলেনি, তখন ইনি ক'রেছিলেন ওমর খৈয়ামের কাব্যানু-বাদ। বাঙ্গালার কোনো তরুণ প্রণয়ীর সাকী বা প্রণয়িনীর হাতে হয়তো সে কাব্যানুবাদ পৌঁছয়নি, কিন্তু তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি—প্রমথ চৌধুরী, কালিদাস রায় প্রভৃতি—এখনও সেই কাব্যানু-বাদের মাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য বার বার স্মরণ করেন। বিজয়বাবুর মত সুপ্রাচীন কবির কাব্যানুবাদ সম্বন্ধে আমার মত লোকের এই কয়টি কথা বলবার দরকারই হ'ত না, যদি না তিনি গত ১৩।১৪ বছর সম্পূর্ণ নীরব

নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকতেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, এতদিন পরে হ'লেও এই কুনো কবি নিজের গৃহকোণ ছেড়ে আবার জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর 'ওমর খৈয়াম' যে রকম সমঝদারদের প্রশংসা লাভ করেছিল, 'দিওয়ান-ই-মখ্ফী'ও অনায়াসে তা' ক'রবে। এই সঙ্গে কবিবরের কাছে আমাদের নিবেদন যে, আবার যেন তিনি দেখা দিয়েই ডুব না মারেন। এখন থেকে মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেলে, শুধু আমরাই নয়,—স্বয়ং বঙ্গভারতীও যে খুসী হ'বেন, সে কথা আমরা জোর ক'রে বলতে পারি। ইতি—

চুঁচুড়া
শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৪

শ্রীসুবোধ রায়

জেব-উন্নিসার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শৈল-কাঠিন্যের পটভূমি থেকে নিঃসারিত নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিনীর মতো, আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে জন্মলাভ করে' মোগল-সম্রাট ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেব-উন-নিসা, আড়াই শো বছর পূর্ব্বে ভূগর্ভে দেহরক্ষা করেছেন। "জেব-উন-নিসা" কথাটীর অর্থ—"ললনা-কুল-গৌরব"—আর এইজন্যেই বোধ করি, তাঁর অসামান্য প্রতিভা যে কাব্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করে গিয়েছে, তার শ্যামলিমা আজো পাণ্ডুর হয়নি।

এমন কোনো ধারাবাহিক জীবনচরিত পাওয়া যায় না যাতে জেব-উন্নিসার জীবন-কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ। এর কারণ, উত্তর-জীবনে পরুষ পিতার কোপ-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হওয়ায়, রাষ্ট্র-সভার কোনো চরিতকারই তাঁর নামটা পর্য্যন্ত মুখে আন্‌তে সাহস করতেন না।

শৈশবকাল থেকেই তাঁর মধ্যে মনীষার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং তাঁকে যথোচিত শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করা হয়। সাত বছর বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তির এতই উৎকর্ষ ঘটে যে, গোটা কোরাণ-শরিফ তিনি গড় গড় করে মুখস্ত বলে যেতেন। এই ঘটনায় পুলকিত হয়ে উঠে ঔরংজীব নাকি এমন একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন যাতে দিল্লী নগরীর বিশাল ময়দানে রাজ্যের যত সৈন্যসামন্ত ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়, তিরিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দীনদুঃখীদের মধ্যে বিতরিত হয়, এবং সমস্ত অফিস-আদালত দুদিন ধরে বন্ধ থাকে। মতান্তরে, ঐ টাকাটা জেব-উন্নিসাকেই নাকি দেওয়া হয়েছিল—ভোজের আয়োজনে ব্যয়িত হয়নি। কোনো বিদুষী মোগল মহিলার হাতে তাঁর শিক্ষাভার পড়ে এবং চার বছরের মধ্যেই আরবী ভাষায় তাঁর দখল জন্মায়; অতঃপর গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়ে ও-দুটী শাস্ত্রেও তিনি দ্রুত উন্নতি লাভ করেন।

এক সময়ে কোরাণের ভাষ্য লিখ্‌তেও তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এ-কার্য্যে পিতার কাছ থেকে বাধা পান। কৈশোর-জীবন থেকেই

তিনি কবিতা রচনা সুরু করেছিলেন, আর তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি আরবী ভাষায় লেখা। জনৈক আরবীয় পণ্ডিত তাঁর ঐ সব রচনা পড়ে অভিমত প্রকাশ করেন—"এগুলি যারই লেখা হোক্, তিনি ভারতবর্ষীয়, কবিতাগুলি বুদ্ধি-উজ্জ্বল ও জ্ঞান-গর্ভ হলেও, এর প্রকাশ-পদ্ধতি ভারতীয়; বিস্ময়কর শুধু এই যে, একজন বিদেশীর পক্ষে আরবীভাষায় এতখানি দখলও সম্ভব হয়েছে।" এই অভিমত শোনার পর থেকে আপন মাতৃভাষা ফার্সিতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন।

জেব-উন্নিসার শিক্ষক শাহ্ রুস্তাম গাজী নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি সাহিত্য-রচনায় তাঁকে উৎসাহিত করেন; শুধু তাই নয়,এ-কবির সাহিত্যিক রুচি নিয়ন্ত্রণেও তাঁর প্রভাব প্রভূত সহায়তা করে। প্রথম প্রথম ইনি গোপনে লিখতেন, কিন্তু শিক্ষকটী ছাত্রীর খাতায় সে-সব রচনার নিদর্শন দেখতে পান, তাতে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে ওরংজীবকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি ভারতবর্ষ, পারস্য কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের কবি-কুলকে দিল্লীতে আনাবার ব্যবস্থা করেন, যাতে সম্রাটকুমারীর চারিদিকে একটী কবি-সংসদ গড়ে উঠ্‌তে পারে। বিস্ময়কর এই যে, ওরংজীব স্বয়ং কাব্য-অসহিষ্ণু ও কবি বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও,—এমন কি পাঠাগারে ও অন্তঃপুরে বিদ্যার্থী ও বেগম-গণ কর্তৃক হাফিজের গ্রন্থ অধ্যয়ণ বিশেষ ভাবে নিষেধ করলেও,—জেব-উন্নিসার অনুকূলে, নিয়মের চেয়ে ব্যতিক্রমটারই মান রাখেন।

জেব-উন্নিসার পরিধিমণ্ডলে যে-সব কবি দেখা দেন,—নাশির আলি, সায়াব, শামসোয়ালি উল্লা, ব্রাহ্মণ ও বেরাজ তাদের অন্যতম। নাশির আলি সিরহিন্দ থেকে আসেন; দৈন্যের কাছে নতি-স্বীকার না করার খ্যাতি তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল; ঐশ্বর্য্যের দ্বারে হাত পাততে তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। তাঁর কাব্য জেব-উন্নিসার প্রশংসমান দৃষ্টির প্রসন্নতা লাভ করেছিল; এমন কি অনেকে মনে করতো যে ইনি জেব-উন্নিসার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি। মধ্যে মধ্যে জেব-উন্নিসার 'কবি-পরিষদ'-মণ্ডলে কৃত্রিম কাব্য-সমরের ব্যবস্থা ঘটতো। একজন কোনো একটী বিশে- পদ রচনা করলেন, কোনো বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, অথব কোনো সমস্যার কথা পাড়লেন; আর একজন হয় অনু-বাদ, আর না

হয় প্রতিবাদ করে প্রথমকে সমর্থন বা তার বিরুদ্ধতা করলেন। এই ভাবে যে কাব্য-কোলাহল বা বাদানুবাদের সৃষ্টি হ'ত, জেব-উন্নিসা সেই বুদ্ধির যুদ্ধে একরকম অপ্রতিদ্বন্দ্বীই হয়ে উঠেছিলেন।

পিতামহ শা-জাহানের ইচ্ছানুযায়ী তিনি ছিলেন,—দারা সেকোর পুত্র, তাঁর জাঠতুতো ভাই,—সোলেমান সেকোর বাগ্‌দত্তা; কিন্তু ওরংজীব এ বিবাহ ঘটতে দিতে আগাগোড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন।

অন্য অনেকেও তাঁর পানিপ্রার্থী ছিল, কিন্তু বিবাহ ব্যবস্থার আগে বিবাহার্থীদের চিত্তসম্পদ তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চাইতেন। এই সব প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন, ইরানের দ্বিতীয় শা আব্বাসের পুত্র মির্জ্জা ফারুখ। জেব-উন্নিসা তাঁকে দিল্লীতে আসতে লেখেন। কেমন করে পারিষদ পরিবৃত হয়ে তিনি দিল্লীতে এসেছিলেন, কেমন করে আপন প্রমোদোদ্যানে অবগুণ্ঠিত-আননা সম্রাট-তনয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তার বিবরণী আজো বিদ্যমান। বেচারা ঐ অভ্যর্থনাউপলক্ষে এমন একটী মিষ্টান্নের প্রার্থনা জেব-উন্নিসার কাছে জানায়, যার অর্থান্তর 'চুম্বন'ও বোঝাতে পারে। ফলে, অপমানিতা কবি প্রত্যুত্তরে জানান—"আপনার প্রার্থিত বস্তুর জন্যে আমাদের পাক-শালায় আবেদন জানাবেন।" অতঃপর, তিনি পিতাকে জানান যে, সুদর্শন ও পদস্থ হওয়া সত্ত্বেও মির্জ্জা ফারুখের আচরণ তিনি ভদ্রোচিত মনে করেন নি, সুতরাং তাঁকে পানিদান করতেও প্রস্তুত নন।

রাজপ্রাসাদে জেব-উন্নিসার স্বাধীনতা ছিল অবাধ; সে-সময়কার বহু পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি পত্র-ব্যবহার করতেন, এবং দরকার হলে তাঁদের সঙ্গে বিচারেও প্রবৃত্ত হতেন। জেব-উন্নিসা ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত দারা সেকোর নয়নের মণি; দারার বিদ্যাবত্তা, চিত্তের ঔদার্য্য ও আত্মার আলোক প্রথম জীবনে তাঁর মনকে প্রভাবান্বিত করে। সময়ে সময়ে দরবার গৃহে এসে পিতার পারিষদ-সভাকেও তিনি সাহায্য করতেন —কিন্তু তাঁর মুখ বরাবর অবগুণ্ঠনের আড়ালেই থাকতো। সম্ভবতঃ "জীবন-স্বামীর আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠিতা ভাবে প্রতীক্ষা" করার রূপকটী তাঁর খুবই পছন্দসই ছিল; অথবা এমনও হতে পারে যে, পর্দ্দানশীন জীবনের মাধুর্য্য তিনি উপলব্ধি করতেন।

কথিত আছে, কোনো-এক কৃত্রিম কাবা-সমরে নাশির আলি জেব-উন্নিসার অবগুণ্ঠনকে উপলক্ষ্য করে বলেন :—

"ওগো, শশাঙ্কলাঞ্ছন !
গুণ্ঠনখানি খোলো একবার—যাচি,
নেহারি' ও-রূপ, চিত্ত-সাগর পুলকে উঠুক্ নাচি'
দেখি—ঢেকে রাখো অবগুণ্ঠনে কষিত সে কোন্ কাঞ্চণ।"

জেব-উন্নিসা তদুত্তরে জানান :—

"খুলিব না মুখাবরণ ;
খুলিলে—কি জানি—পতঙ্গ যত, হয়তো লভিবে মরণ।
গোলাপে তেয়াগি,' অবাক্ এ-মুখে, চেয়ে রবে বুলবুল্,
লক্ষীর কৃপা-ভিক্ষা ভুলিয়া যত ব্রাহ্মণ-কুল,
প্রাণের মমতা ছাড়ি'
হয়তো বা এই মুখমধুলোভে ছেড়ে দেবে ঘরবাড়ী।
কচি কিশলয়-ফাঁকে,
লুকানো ফুলের মর্ম্মে কোথায়
সুরভিত প্রাণ ঢাকা থেকে যায়—
কেহ কি দেখেছ তাকে ?
আমিও যে সেইরূপ
রচনার মাঝে খুলে খুলে ধরি' আমার আপন রূপ ;
করি' সেথা অবতরণ
ভুবন আমারে লউক খুঁজিয়া
খুলিব না মুখাবরণ।"

এ কাহিনী ঐতিহাসিক কিনা জানিনে, কিন্তু অসত্য নয় ; যেহেতু ওতে সুন্দরের ছায়াপাত ঘটেছে।

জেব-উন্নিসার মধ্যে একটী গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল ; এবং তিনি ছিলেন সুফী। ওরংজীব, ও তাঁর এই মেয়েটির প্রকৃতিগত প্রভেদ, বক্ষ্যমান কাহিনীটী থেকে পরিস্কার বুঝ্‌তে পারা যাবে :—

আপনার চতুর্দ্দিকে ওতঃপ্রোত বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ মনখানি নিয়ে একদিন প্রমোদোত্থানে বেড়াতে বেড়াতে জেব-উন্নিসা আপন মনে

বলছিলেন—"আমার সুখের উপকরণ হিসাবে চারটীমাত্র বস্তু দরকার—সুরা, ফুল, খরস্রোতা তটিনী, আর জীবন-স্বামীর স্নিগ্ধদৃষ্টি।" অনুচ্চকণ্ঠে বারংবার ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করতে করতে যখন উদ্যানে পাদচারণা করছেন, তখন দেখা যায়—অদূরে বৃক্ষতলস্থ এক মর্ম্মর-বেদীতে দাঁড়িয়ে ওরংজীব গভীর চিন্তামগ্ন। দেখেই ভয়ে তাঁর প্রাণ উঠ্‌লো কেঁপে—কে জানে ঐ বিলাস-চিন্তামূলক উক্তি সম্রাটের কানে পৌঁছেচে কি না? কিন্তু, মুখ ফস্‌কে যা' বেরিয়ে গিয়েছে তার জন্যে এখন ভয় পাওয়াই ভীরুতা; কাজেই সম্রাটের মূর্ত্তি যেন চোখেই পড়েনি, এই ভাব দেখিয়ে আবৃত্তির জের টেনে বলতে লাগলেন—"হ্যাঁ, চারটী মাত্র বস্তু—প্রার্থনা, উপবাস, অশ্রু আর অনুতাপ!"

রাজকোষ থেকে বছরে যে চার লাখ টাকা জেব-উন্নিসা পকেট-খরচা পেতেন, তার অধিকাংশই তিনি বিধবা ও অনাথাদের প্রতিপালনে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের উৎসাহ-বর্দ্ধনে, এবং মক্কা ও মদিনায় যাত্রী প্রেরণে ব্যয় করতেন। সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ-সংগ্রহ করে একটী গ্রন্থাগার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ সমূহের নকল নেবার জন্যে নিপুণ লিপি-বিশারদ নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কবিযশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং নানা স্থানের সাহিত্যিকেরা তাঁর অভিমত পাবার আশায় স্বরচিত পুস্তকাদি তাঁর কাছে পাঠাতেন। ঐ সকল পুস্তকের দোষ বা গুণ অনুযায়ী তিরস্কার বা পুরস্কার বিতরণে, তাঁর পক্ষ থেকেও কার্পণ্য ঘট্‌তো না।

কথিত আছে, জেব-উন্নিসার কণ্ঠস্বর এমন সুমধুর ছিল যে তাঁর কোরাণ-আবৃত্তি শুনে শ্রোতারা অশ্রু সম্বরণ করতে পারতো না। জীবনে তিনি ছিলেন নম্র, সদালাপী, সহিষ্ণু ও অসাধারণ ধৈর্য্যশীলা। তাঁর নৈপুণ্য কাব্য-কলাতেও যেমন ছিল, যুদ্ধ-বিদ্যাতেও তেমনি প্রকাশ পেয়েছে, আর সে যুদ্ধ নারীপ্রকৃতিসুলভ বাকযুদ্ধই নয়।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে-সব ঐতিহাসিক মালমশলা পৌঁছেছিল, তাতে তিনি তাঁর "রাজসিংহ" উপন্যাসে জেব-উন্নিসাকে মসী-কলঙ্কিত বর্ণে এঁকেছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত "Love-affairs of Zeb-

un-nisa" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁকে ভিন্নতর আলোকে দেখিয়েছেন। আকিল খাঁ নামক জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী-সম্পর্কে জেব-উন্নিসার যে প্রেম-ঘটিত জনরব আছে, স্যার যদুনাথ তার অসম্ভাব্যতা দেখিয়েছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে আকিল খাঁকে আমরা পাইনে।

আকিল খাঁ-সম্পর্কিত প্রেম-কাহিনীর উৎস কোথায় বা তার অযৌক্তিকতা কতদূর, তা' শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও তাঁর "মোগল-বিদুষী" পুস্তিকায় ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে প্রমাণ করবার জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন। "জেবুন্নিসা কলঙ্কিনী ছিলেন কি না" শীর্ষক অধ্যায়ে ব্রজেন্দ্রের যুক্তি-নৈপুন্য আকিল খাঁকে প্রেম-স্বর্গচ্যুত করতে হয়তো বা কৃতকার্য্যও হয়েছে। 'হয়তো বা' বল্‌ছি এই জন্যে যে, ঐতিহাসিক যুক্তির ব্যূহ-ভেদে আমার বুদ্ধি অনিপুণ।

আকিল খাঁ ছাড়া আর একজনের নামও কাহিনীকারেরা জেব-উন্নিসার নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন—তিনি মহারাষ্ট্রীয় নেতা শিবাজী। স্যার যদুনাথের উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐ কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর "অঙ্গুরীয়-বিনিময়" উপন্যাস ফেঁদেছিলেন। আমরা আশা করি, স্যার যদুনাথ ও-বইটী পড়ে দেখেন নি—পড়লে, বোধকরি, তাতে 'রোশেনারা'কেই পেতেন, জেব-উন্নিসাকে নয়। যাই হোক্, শিবাজী-ঘটিত প্রেম-জ্বর স্যার যদুনাথ, এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ছুটিয়ে দিয়েছেন; তাঁরা বলেন—উহা "ঐতিহাসিক তত্ত্ব নহে—গল্প"। যদি বলা যায়—'প্রেম' জিনিসটা প্রাগৈতিহাসিক, এবং ওটী 'রস,' যার কারবার ঐতিহাসিকের চোখে ধূলো দিয়েই প্রেমিকেরা চালিয়ে থাকে; তার উত্তরে ঐতিহাসিক বলেন—"সমসাময়িক কোনো ফার্সী ইতিহাস দূরে থাক, মারাঠী ভাষায় লিখিত শিবাজীর কোনো জীবনী-লেখকও ও-ব্যাপারে সাক্ষ্য দেননি।" এ-যুক্তির পর হার মানতেই হয়, কেননা, সাক্ষী না রেখে প্রেমে পড়া যে জেব-উন্নিসার পক্ষে কবি-জনোচিত হয়নি, তা' অবশ্য স্বীকার্য্য।

তা' ছাড়া যদুনাথ বাবু ইংরাজীতে, এবং ব্রজেন্দ্র বাবু বাংলায়, আর একটী যুক্তিও দিয়েছেন; সেটী এই—"অন্য কোনো কারণে না হোক্, একমাত্র জেব-উন্নিসার সুশিক্ষা, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধই যে তাঁহাকে

শিবাজীর ন্যায় অশিক্ষিত, অভব্য দক্ষিনী হিন্দুর সহিত 'প্রেম'-বিনিময়ে বিরত করিত, ইহা স্বাভাবিক ; সুতরাং কাহিনীটী কেবল অনৈতিহাসিক নহে, পরন্তু অস্বাভাবিক।"

ঐতিহাসিকের ঐ কৌতুক-উদ্দীপক স্বভাব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করবো না ; কেন না, জেব-উন্নিসার কোনো প্রণয়ী ছিল কি না—আর থাকলে, সে-প্রণয়ী আকিল খাঁ না শিবাজী না অন্য-কেউ—ও-দুর্ভাবনায় কোনো দিনই আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি।

আমি ধরে নিয়েছি, জেব-উন্নিসা কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই ভালবেসেছিলেন ; অতএব মানুষের সব-চেয়ে-যা-বড়-কলঙ্ক—ভাল না বাসা—তা তাঁকে স্পর্শ করেনি। ধরে নিয়েছি—'সুশিক্ষা, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ' পূর্ণতা ও পরিণতির জন্যে "ভালবাসা"রই অপেক্ষা রাখে। আরও ধরে নিয়েছি, স্বর্গীয় বন্ধু মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "ভারতীয় বিদূষী" পুস্তিকায় বিবৃত নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর বিবৃতিটীর সম্ভাব্যতা ঃ—

"লোকমুখে শিবজীর বীরত্বগাথা শুনিয়া মনে মনে জেবুন্নিসা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। জয়সিংহের প্ররোচনায় আমদরবারে উপস্থিত শিবজীকে যবনিকা-অন্তরাল থেকে জেব-উন্নিসা প্রথম দেখেন এবং সেই বীরমূর্ত্তির চরণে আত্মদান করেন। প্রাপ্য-সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া ঔরংজীব শিবাজীকে বিক্ষুব্ধ করেন, এবং সভাসদ ও অমাত্যবর্গ তাহাতে কৌতুক অনুভব করে। ইহাতে জেব-উন্নিসার হৃদয় দুখে উদ্বেলিত হয়। সভাভঙ্গে অভিমান মিশ্রিত দৃঢ়স্বরে তিনি পিতাকে বলেন—'প্রকাশ্য সভায় বীরের অসম্মান করা ভাল হয় নাই' এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদিয়া ফেলেন।

ঔরংজীব বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চান, এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলেন—'বুঝিয়াছি, শয়তানের ফাঁদে পা দিয়াছ ; উত্তম, কাফের যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে তোমাদের পরিণয়ের ব্যবস্থা করিব।' পিতার এই কথায় জেব-উন্নিসা লজ্জায় লাল হইয়া উঠেন, এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে আসিয়া নিজের দৌর্ব্বল্যটী প্রকাশ করিয়া ফেলায় নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দেন। সেইদিন হইতে আপনার প্রেম, সঙ্কোচে ও গোপনে আপনার মধ্যেই পোষণ করেন।

শত্রুকন্যাকে বিবাহ করিলে শিবাজীর তেজ পাছে খর্ব্ব হয়, সেইজন্য তিনি কখনও শিবাজীর কাছে আপন প্রেম প্রকাশ করেন নাই। মহত্ত্বের যে উচ্চশিখরে তাঁহাকে স্থাপিত দেখিয়াছিলেন, নিজের তৃপ্তির জন্য কখনও তাঁহাকে সেই স্থান হইতে নামাইতে চাহেন নাই……" এর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কল্পনা করতে পারিনে।

ঔরংজীবের পুত্র আকবর পিতৃদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও, জেব উন্নিসা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখায় পিতার অবিশ্বাসের কারণ হন; ফলে সালিমগড় দুর্গে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়—। দীর্ঘকাল তাঁকে ঐ কারা-জীবন যাপন করতে হয়; এবং কারাবাসকালে নিম্নলিখিতরূপ তিক্ত কবিতা তাঁর হাত থেকে বেরোয়ঃ—

"নিগড়নিবদ্ধপদে কী সুদীর্ঘ এ কাল-যাপন!
সখা যত, শত্রু আজি—
আগন্তুক আত্মপরিজন।"

*

"বন্ধুগণ যদি চাহে মোর নামে কলঙ্ক লেপিতে,
নিষ্কলঙ্ক রাখিবারে, সে-নাম, কি-হবে, ফিরি, উৎকণ্ঠিত চিতে?"

*

"দুঃখ-কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চাস্‌নে, মরমী,
রাজনীতি-পথ নহে মুক্তি-মার্গ তোর।"

*

"চরম-বিচার-সভা আহূত না হয় যতদিন
মুক্তি-আশা নাহি তোর, ওরে মোর মরম-আসীন!"

*

"দুঃখ, অনুতাপ, অশ্রু, অতৃপ্ত বাসনা,
সঞ্চয় করিতে প্রাণে ছড়ায়েছি জীবনের সোনা।"

*

দীর্ঘ তোর নির্ব্বাসন ; ওরে গুহা লীন, দীর্ঘ তোর ব্যগ্র অভিযান,
প্রতীক্ষার কাল তোর চলিবে প্রবাহি, বহি বুকে প্রজ্জ্বলিত প্রাণ ;
নিজ-গেহে ফিরিবার দুর্নিবার আশা, জীয়ায়ে রেখেছে তোরে, জানি—
কিন্তু কোথা তোর গৃহ, কোন্ পথ বল্, গেছে সেথা রে হতভাগিনি !
বর্ষপরে বর্ষ গেছে পথ-চিহ্ন মুছি পরিত্যক্ত বালুকা-প্রসারে ;
যুগান্তের ধূলি-রাশি পবনে উড়িয়া, পুঞ্জীভূত তার সিংহদ্বারে।

* * *

বিচার-আসনে বসি' আমারে ডাকিয়া, যদ্যপি কহেন ভগবান—
যত দুঃখ সহেছিস্ অনুপাতে তার, আনন্দ করিব তোরে দান"—
নন্দন-কানন-ভরা আনন্দের ভার, ডুবে যাবে মোর হাহাকারে ;
আশীর্ব্বাদ-বারিধারা মোর শিরে যদি ঝরে পড়ে অনর্গল ধারে—
তথাপি জগৎ-নাথ যিনি,
বেদনা-ভাণ্ডার মোর হৃদয়ের কাছে, সুনিশ্চিত রহিবেন ঋণী।

* * *

সাতদিন মাত্র রোগ ভোগ করেই জেব-উন্নিসা গতাসু হন এবং তাঁর অন্তিমকালীন ইচ্ছানুযায়ী লাহোরের সন্নিকটস্থ নয়াকট নামক স্থানে, তাঁর আপন উদ্যানে, সমাহিত হন। স্বর্ণচূড়, সুন্দর ও মর্ম্মর রচিত হলেও, আজ সেই সমাধিমন্দির বিনষ্ট-বৈভব ও পরিত্যক্ত ; মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ দুর্দ্দিনে এই সমাধিটীও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। হাওদাসমেত হস্তীর প্রবেশ-উপযোগী সুবৃহৎ তোরণদ্বার আজও খাড়া আছে বটে ; কিন্তু নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে এক শাজাহানের সালিমার-বাগ ছাড়া যার অনুরূপ দ্বিতীয় উদ্যান ছিল না, তা' আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র আজ ঐ উদ্যানের ভগ্ন-প্রাচীর আবৃত করে' দিগন্ত-বিস্তৃত।

জেব-উন্নিসার মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পরে, ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাবলী "দিওয়ান-ই-মখ্ফি"—বা গোপনতমের কাহিনী—নামে সংগৃহীত হয়। ৪২১টী গজল ও কতকগুলি রুবাই এই সংগ্রহে প্রকাশ পায় ; পরে, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আরও কতকগুলি গজল পূর্ব্ব-সংগ্রহের সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

দিওয়ান-ই-মখ্‌ফির কবিতাগুলি স্থফী-সাধনার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নয়। প্রিয়তমের প্রতিমার আশ্রয়ে ভগবানের উপাসনা—যে প্রিয়তম পূজার্হ হলেও নিষ্ঠুর, যিনি প্রেমার্থিনীকে আলোক-রেখা-হীন নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করেন না, কিন্তু পরিণামে তার মুমূর্ষু প্রাণে ক্ষীণ আশার একটু আলোক-রশ্মিপাত করেন—স্থফী-সাধন-প্রণালী তাঁরই অন্বেষু। সংসার-অরণ্য-পথের দুর্গম গহন-যাত্রায় তিনি মৃগ-রূপী মানবাত্মাকে ব্যাধের মতন তাড়না করে চলেছেন :—

"শান্তি নাই, শান্তি নাই,—শিকারের প্রাণী আমি,
পাছে পাছে ফিরিছে শিকারী,
স্মৃতি সে তোমারি ;
পলাইতে—লুটি ভূমে ; অমনি আমারে ঘেরি'
উঠে পড়ে তব মায়া-পাশ,
কৃষ্ণ-কেশরাশ।
কে ভাঙিবে তব কারা ? কোথা আছে মর-হিয়া
করে না যা, গোপনে বপন—
তোমার স্বপন ?

অন্যান্য স্থফী-কবিতার সমধর্ম্মী হয়েও জেব-উন্নিসার কবিতায় এমন একটী স্বকীয় সৌরভ আছে, যা' বিশেষভাবে ভারতীয়। ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রবণতায় তাঁর প্রতিভা আকবরের চিত্ত-সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। তিনি যে কেবলমাত্র ইস্‌লাম-সভ্যতার সঙ্গেই পরিচিতা ছিলেন, তা' নয় ; হিন্দু-সভ্যতা ও পারসীক জরাথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মবাদও তিনি জানতেন। তাঁর রচনার বিশেষ গৌরব এই যে, পরম্পরাগত বিচিত্র ধর্ম্ম-নীতিকে একটী ঐক্যসূত্রে গেঁথে তুলে, স্থফী-সাধন-রীতির সঙ্গে তাদের ঐক্যতান করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতায় সূর্য্যকে তিনি ভগবৎ প্রতীকরূপে স্তুতি জানিয়েছেন। বারংবার মন্দির ও মসজিদকে তিনি পরস্পরের অবিরোধী ও সম্পূরক বলেই প্রচার করেছেন। ভগবৎসত্তা যে উভয়কেই আচ্ছাদন করে' বিদ্যমান, এবং যে-কোনটীর মধ্য থেকেই সমান সাফল্যের সঙ্গে তাঁর আরাধনা চল্‌তে পারে, এ-সত্য তিনি প্রাণের সমস্ত উত্তাপ দিয়েই মানতেন :—

"নহি মসলিম্—আমি রে পৌত্তলিক,
মোর প্রেয়সীর প্রতিমা-সকাশে দাঁড়ায়ে আনত-শির,
পূজি' তারে নির্ভীক।
ব্রহ্ম-সাধক, ব্রাহ্মণ আমি নহি—
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যজ্ঞোপবীত, প্রিয়ার চাঁচর কেশ
কণ্ঠে আমার বহি।"

তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, এ-কবিতার উক্তি "নারীর উক্তি" হ'তেই পারে না, সুতরাং জেব-উন্নিসার লেখা নয়। উত্তরে তর্ক তোলা যেতে পারে,—রবীন্দ্রনাথ "নারীর উক্তি" লিখেছেন, সুতরাং তিনি পুরুষই নন।

পীর বা ধর্ম্ম-গুরুর মহিমাও তাঁর বহু কবিতায় কীর্ত্তিত হয়েছে। তিনি ভগবান ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী মিলন-সেতু; প্রভাত-সমীর যেমন প্রাচীর-বেষ্টিত পুষ্পোদ্যান থেকে সৌরভ বহন করে' এনে উদ্যানের বহির্দ্বারে প্রতীক্ষ্যমান অল্প-সৌভাগ্যশালীদের বিতরণ করে, পীর বা গুরুও জেবের মতে তদনুরূপ।

ভারতীয় ইসলাম-সমাজে 'দিওয়ান-ই-মখ্‌ফি'র অধ্যয়ন বহুধা-ব্যাপ্ত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ও বিখ্যাত সাধুবৃন্দের সমাধি-প্রাঙ্গনে এঁর কবিতা ভক্তজনেরা আবৃত্তিও করে থাকেন। অতএব মানব-জীবনের কাম্য অমরতা থেকে জেব-উন্নিসা বঞ্চিতা নন।

অনুবাদক।

দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী

বন্দনা

সর্ব্বাগ্রে তোমায়—
যাঁর করুণার শুভ্র অভ্রমালা ফুটাইতে চায়
এ-কুঞ্জে গোলাপ-পুঞ্জ—জানাই প্রণতি।
এ-কাব্যের আদি হোক্ ধন্য পরা-ভক্তি-বন্দনায়
ছন্দে থাক্ অনাদির জ্যোতিঃ।

*

তৃষ্ণা অফুরাণ
তোমার প্রীতির লাগি', কাঁদাইছে দেহমনপ্রাণ;
অণুপরমাণুময় এ দেহ নশ্বর
ফুকারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া—'অংশ মোরা, তুমি পূর্ণ গান
অংশে তব মোরাও ঈশ্বর।

*

তরঙ্গ-উল্লাস
তব প্রেম-প্লাবনের—উদ্বেলিয়া করিতেছে গ্রাস
মর্ত্ত্যজীবনের তরী আকুল বন্যায়;
না ভাসিলে সে তরণী, উদ্ধারিবে কোন্ অ-বিনাশ
প্রেম-মগ্ন আত্ম-চেতনায়?

*

দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী

ক্রীতদাস-সম
আঁধারের শক্তিপুঞ্জ অপসারি' অজ্ঞানের তমঃ
মোর গতিপথ হতে পলাবে উধাও,—
যদি গো একটী ফুল মোর সাজি হতে প্রিয়তম
হাসিমুখে তুলে তুমি নাও।

*

ইদানীং আর
ঝরে না কপোল বাহি' বারবার নয়ন-আসার ;
প্রাণের বেদনা ওষ্ঠ জানাতে না চায়।
মর্ম্মের শোণিত-বিন্দু ধরি' শুধু মুক্তার আকার
দুলে ওঠে আঁখির পাতায়।

*

সহ্য কর তবে
হে মোর প্রাণের প্রাণ! দুঃখ তব একান্ত নীরবে ;
জানি তা' অপার—তবু কর পরিহার
লালসা-লুলিত রাত্রি। স্থির জেনো, পাবে সে বৈভবে
যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাহি আর।

প্রার্থনা

ওগো তুমি, যাঁর করুণার গড়া—মর্ত্ত্য ও অমরতা ;
যাঁর নিশ্বাস প্রাণবায়ুরূপে জীবে জীবে কহে কথা ;
উজ্জ্বল যেন রয়—
জ্বালালে নিজে যে আশার মশাল শুভ ও শক্তিময়।

*

উঠেছে তুলিয়া অন্তরে, প্রিয়, প্রেম-সাগরের জল ;
তোলে কল্লোল তব করুণার নির্ঝর নিরমল ;
উপর হইতে চাহ—
তোমার আশীষে জুড়াও, জুড়াও ভক্তপ্রাণের দাহ।

*

পুণ্য-দেউল মন্দিরমাঝে, মসজিদে, গির্জ্জায়,
অথবা যাত্রী-চরণ-চিহ্নে, তীর্থের রেনুকায়,
তুমিই তো প্রাণনিধি—
যেথা বিধাতার পূজার অর্ঘ্য, সেখানেই মোর বিধি।

*

বন্দিব প্রাণে প্রভাতখানিরে, অশ্রু-উষ্ণশ্বাসে ;
হোমশিখানলে দহিয়া মর্ম্ম পাঠাবো নীলিমাকাশে
একটী দীরঘ শ্বাস—
করিতে আমার মনোমুকুরের বাসনার কালি নাশ।

*

দাও চোখে মোর, তব আঁখিলোর, ওগো নেপথ্যচারি !
প্রাণের দাহনে বর্ষণ কর অজস্র ধারা তারই ;
তপ্ত বেদনা তাপে,
প্রতি নির্গত নিশ্বাসে মোর বহ্নিশিখা যে কাঁপে।

সাধনা

হে পরম ভাগবত, এ জগতীতলে
অভয় পতাকা তব, প্রাণ-উদ্দীপক,
নিত্য খুলে চলে।
প্রবল প্রত্যয় তব প্রসারিয়া যায়
মরুদরী-সিন্ধুশৈল অবলীলাভরে
প্লাবিয়া বন্যায়।
শুচিস্মিত মৌন তব যুগ্ম ওষ্ঠদু'টী
নব-কুন্দকলিকার মুক্ত দল সম
ধীরে ওঠে ফুটি';
জ্যোতিঃর প্রপাতসম মধ্যপথে তা'র
পড়ে ঝরি' জ্ঞানগর্ভ প্রেমোজ্জ্বল বাণী
উদাত্ত উদার।
সত্যদীপ্ত হিরণ্ময় সে বাণীপরশে
লোকারণ্যে ফলে স্বর্ণ; অরণ্যের পাখী
গাহে তা' হরষে।
প্রেমানন্দে হেরি' তব যে মূরতিখানি,
পরম সুন্দর ওগো হৃদয়-হরণ!
জানি, আমি জানি—
সে মূর্ত্তির সমতুল এ বিশ্ব প্রকৃতি
গড়িতে পারেনি কিছু; সঙ্গোপনে তারে
আঁকে শুধু ধৃতি।
সে-রূপমাধুরী-পান-পিপাসিত-হিয়া
স্বেচ্ছাসুখে চলিয়াছে বৈরাগ্যের পথে
বিশ্ব পাশরিয়া,

সাধনা

অনুসরি' চরণের চিহ্নগুলি তব,
যাবৎ না পারে তারে প্রাণ দিতে প্রাণে
উচ্চারি' প্রণব।

*

কোন্ প্রাণে করি তবু বঞ্চিত আত্মায়
সে-আনন্দ-স্বপ্ন হ'তে, উৎগ্রীব সে সদা
যার প্রতীক্ষায় ?
কিম্বা আরো বেশী—যেথা মর্ম্ম আছে জাগি'
সযত্ন-পোষিত মোর সেই ব্যথাগুলি
কেমনে তেয়াগি ?
সত্যই যে সেথা হ'তে রক্তবিন্দু ঝরে
যেথায় নিষ্ঠুর প্রেম বিঁধিল হৃদয়
সুনির্ম্মল শরে।
হে বন্ধু ! নয়ন মেলি' দেখ সেথা চাহি'—
ক্ষতমুখ হ'তে যেথা টুপায়ে টুপায়ে
চলেছে প্রবাহি'
আরক্ত নির্ঝরধারা অবিরাম-ধারে—
ফুটিয়া উঠিতে শেষে, সুগন্ধ-সুন্দর
পুষ্পপুঞ্জাকারে।
সংসার-সঙ্কটে, হায়, যে কণ্টকদল
শতছিন্ন করে মোর শ্রান্ত পথচারী
চরণের তল,
সে-কাঁটাও ধন্য হয় গোলাপে কুসুমি'।
সত্তার নিভৃতে মোর, ওগো গূঢ়তম
আমি-হরা তুমি !
নিরুদ্ধ যদ্যাপি তব স্বরগের দ্বার—
কি লাগিয়া অভিযোগ ? স্বর্গভূমি হ'তে
উন্মুক্ত, উদার,

দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী

নাহি কি নির্ভর-ভূমি তোমারি মাঝারে ?
সৃষ্টিস্থিতি পূর্ণ করি' বিরাজে যেজন
চির আপনার,
মনশ্চক্ষে চাহ শুধু মুখপানে তার।
স্বর্গ-সোপানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সেতু,
দোলে অনুরাগে
নিদ্রাহীন তা'র দুটী নয়নের আগে।
হৃদয় আপনি নুয়ে সে-চিরবন্ধুর
অভ্যর্থনা-হেতু
গড়িয়া তুলিবে তার স্বর্গজয়ী সেতু।

অনুভূতি

চকিতে পুলকবিদ্ধ হয় ব্যগ্র অন্তর আমার,
মুক্তগতি গন্ধবহ, বহি' যবে পক্ষপুটে তা'র
বিতরিয়া যায় মোরে গন্ধ তব বিদ্যমানতার।

*

বিরহ-যামিনী মোর যাপি' তাই আশায় আশায়
যাবৎ না ফুলে ওঠে তন্দ্রাতুর নয়ন-সীমায়—
অপরূপ রূপ তব, নিশি জাগি যাহার তৃষায়।

*

তোমার ইঙ্গিতে বিশ্ব তমসায় নেহারিল জ্যোতিঃ
তোমারি বিধান-পথে নিয়ন্ত্রিত, নিরাপদ-গতি,
চলে সে অপাপবিদ্ধ, পরমেশে জানাতে প্রণতি।

*

পরমেশ,—পাপীতাপী, প্রেরণা ও কৃপা লভে যাঁর,
আপনি দুর্জ্ঞেয় রহি' মর্ম্ম যিনি অন্য সবাকার—
সন্ধান রাখেন যিনি প্রয়োজনে লুকানো হিয়ার।

*

আর তুমি গুরুদেব! দীপ্ত ধ্রুব-নক্ষত্রের দ্যুতি!
অমরার অধিবাসী শ্রেষ্ঠতম আত্মার বিভূতি!
জানায়ো ধাতারে যত মানবের প্রাণের আকুতি।

*

তুমিই তো সে মুকুর, বক্ষে যার অরুণের ভাতি,
না—না, তুমি আপনি যে অনির্ব্বাণ ত্রিদিবের বাতি,
আর কিছু নাহি হেরি আলোকান্ধ দু'নয়ন পাতি'।

প্রেমের পথ

দীর্ঘ ও সর্পিলগতি, অন্ধকার প্রেমতীর্থ-পথ,
কত না কুহকজাল পাতা তার অলিতে গলিতে ;
পড়িয়া নয়ন-ফাঁদে পদ্মদলে বদ্ধ অলিবৎ
কাঁদে প্রাণ ; যাত্রী তবু ব্যগ্র সদা সে-পথে চলিতে ।

*

কোন্ মধুলোভে সেথা অহরহ ছুটেছে মধুপ ?
আরক্ত কপোল 'পরে মসীকৃষ্ণ তিল একতিল ।
কিসে গড়া প্রেমজাল ? কে জেনেছে তাহার স্বরূপ ?
তরঙ্গিত এলোকেশ মন্দবায়ে আন্দোলন-শীল ।

*

অহোরাত্র অবিরাম চলে সেথা প্রেম-মহোৎসব,
ফিরিতেছে পানপাত্র এক হাত হ'তে অন্য হাতে ;
নিঃশেষে ও স্বেচ্ছাসুখে কর পান আনন্দ-আসব,
জাগে যদি উন্মাদনা—ভাগ্য সে তো, ভয় কিবা তা'তে !

*

অতি সোজা অনুযোগ ; দীর্ঘশ্বাস সহজ সন্তাপে ;
ক্রন্দনে প্রাণের জ্বালা সারা বিশ্ব জুড়াইতে চায় ।
সগর্ব্বে ও সঙ্গোপনে পুষে রাখ্ বুকে মনস্তাপে,
শুষে নে বেদনা-বিষ নির্ব্বিকার নিতল আত্মায় ।

*

ঐ তো জ্যোতিঃর মূল—ঐশী উৎস, আদিম, উদার ;
অফুরন্ত করুণার কল্পধেনু ওইখানে রাজে ;
নিষ্প্রভ 'মূসা'র কান্তি—যবে করি' ও-উৎস বিদার
প্রাণে সে তুলিয়া উঠে, দীপ্তমুখে জ্যোতির্ম্ময় সাজে ।

*

প্রেমের পথ

নিশার উৎসব-রস, যোগায় সে উষারে উল্লাস ;
পাঠায় ফিরিয়া উষা যামিনীর শূন্য মর্ম্মকোষে
আনন্দ-স্বপন তার ; কভু তাই ঘটে নাকো হ্রাস
পারম্পর্য্য-সূত্রে গাঁথা শান্তি-গর্ভ আত্মার সন্তোষে।

*

কিন্তু কহ প্রাণাধিপ !   কোথা চলে ভোজ-আয়োজন ?
কাহারা উল্লাসে মাতে পানাহার-উৎসব-মন্দিরে ?
আঁখিদুটী রাখি প্রাণে, হের বন্ধু, রেখেছি গোপন,
আমার নৈবেদ্যথালা স্মরি' কোন্ বাসনা-বন্দীরে।

দহন

অযত্ন-রক্ষিত মোর প্রাণের সম্পদ
লুণ্ঠিত আজিকে তাই লাজে মরে যাই ;
জানি—আপনারি দোষে ঘটেছে বিপদ
নিজেরে বঞ্চিত জেনে তবু ব্যথা পাই।

*

জ্বেলেছি আপন হাতে আগুন বেদীতে ;
দীপাগারে আবরিত অগ্নিশিখা সম,
দেহের আড়ালে রহি' বাসনা এ-চিতে
অগ্নি-জিহ্বা আস্ফালিয়া দহে অঙ্গ মম।

*

পুড়ে পুড়ে মূঢ়চিত্ত হয় যদি ছাই
তবেই নিস্কৃতি আর নিবৃত্তি দুঃখের ;
তবেই তোমার প্রেম-জ্যোৎস্নালোকে পাই
শান্তি—যা' অনধিগম্য আসক্তি-মুর্খের।

*

অতল পাথার-তলে চলিয়াছি নামি'
অসমর্থ ক্লান্ত তনু ভাসিতে উপরে ;
রহিয়া প্রেমের নীরে নিমজ্জিত আমি
ভেসে চলি প্লাবনের স্তর হ'তে স্তরে।

*

নিঃসঙ্গ অন্তর ছিল যেন বনভূমি
পায় নি সে যতদিন প্রীতির পরশ ;
ভাস্বর করিল প্রেম সে হৃদয় চুমি'
নন্দন-কানন হ'তে আজি তা' সরস।

*

দহন

উঠুক্ কামনাগুলি কুসুমে বিকশি'
স্তোত্র হোক্ ব্যথা যত ; বিরহী এ প্রাণ
আরাধ্যের ধ্যানাসনে রাধারূপে বসি'
ধ্বনিয়া তুলুক মৃত-সঞ্জীবনী গান ।

*

আহরিতে শস্যকণা ক্ষেত্রপানে ধাই,
মিটাতে প্রাণের ক্ষুধা, বিহঙ্গের প্রায় ;
প্রয়াসের পরিণামে শস্য নাহি পাই,
মেলে যা'—তা' অশ্রু শুধু অজস্র ধারায় ।

*

যোগ দিও জ্ঞান-বিজ্ঞ, প্রেমের উৎসবে,
পান-পাত্রটীরে শুধু রেখো সাবধানে ;
আমার যা' অংশ—আমি শুষেছি নীরবে—
তোমাদের পাত্র রেখো লুকাইয়া প্রাণে ।

*

তন্দ্রালস, লো মরমী, তোর আঁখি দুটী ;
আসেনি কাহিনী আজো সমাপ্তির কাছে
তবু হিয়া পড়ে ঘোর অবসাদে লুটি'—
খুঁজে নে, উহার লাগি' শান্তি কোথা আছে ।

প্রেম-তৃষ্ণা

ভরা কটালের বানে উদ্বেলিত নদী যথা ধায়
রসের উচ্ছ্বাসে করি' অভিষিক্ত তীরতরুরাজি ;
সেইরূপ প্রেম তব বহে মোর শিরায় শিরায়,
অন্তরের তন্ত্রী যত ওঠে তায় রসোল্লাসে বাজি'।

*

নিত্য নিপীড়ন-তপ্ত করি মোর কঠিন হৃদয়
যাবৎ পাষাণ-প্রাণ নাহি করে স্ফুলিঙ্গ-উদ্গার,
চকিত-স্ফুরণে ঘেরি' যাবৎ না বিকশিত হয়
প্রেমের বিদ্যুৎ তব,—বহি' চিত্তে পিপাসা যাহার।

*

কে চাহ বিশ্বাস-বল ?—এস হেথা আশ্রয়ের লাগি',
হের বিস্ফুলিঙ্গগুলি, এ-বক্ষ জনমভূমি যার ;
থাকিলে প্রত্যয়-দৃষ্টি, দেখিতে গো, রহে হেথা জাগি'
সেই শুভ্র দীপ্তি যাহে ধন্য আজো 'সিনাই'-পাহাড়।

*

এস প্রেম-নিমন্ত্রণে, সজ্জিত এ মিলন-সভাতে ;
লহ আপনার অংশ, সম্মানিত হোক্ পানাধার ;
নেহার সঞ্চিত সুরা আমাদের অশ্রুবিন্দু পাতে,
সুরাপাত্র নেত্রগুলি, অফুরন্ত নীর-ধারা তার।

*

তবু, যত করি পান—মন্ত্রে যেন হই সম্মোহিত,
স্বপ্নে, স্বপ্ন-দৃশ্যে আর মহানন্দে তলাইয়া যাই ;
বেদনার মদিরায় হৃদি-রক্ত হয় তরঙ্গিত,
বুঝিনা বাঁচিয়া আছি, কিম্বা দেহে প্রাণ আর নাই।

প্রেম-তৃষ্ণা

দুঃখের নিবিড় বন, দৃশ্যমান-এ-ভুবন-মাঝে
বাসনার পশুরাজ বীর-দর্পে করে বিচরণ ;
বিশ্বাসের বর্ম্ম পরি' চল যাই শিকারীর সাজে,
পাইলে প্রবল বাধা সভয়ে সে ছেড়ে যাবে বন ।

*

ক্ষণে ক্ষণে ওঠে হিয়া আকুলিয়া আনন্দ-সঙ্গীতে
সহর্ষ দিবসগুলি পূর্ণ করি' স্তুতি ও বন্দনে ;
হায়রে, অশুভ শক্তি তবু আসে চিত্ত আচ্ছাদিতে
চিন্তায় চিতাগ্নি জ্বালি', দাবানল হৃদয়-নন্দনে ।

আত্মাহুতি

দীপ্ত আঁখিপাতে তব যে সৌন্দর্য্য উথলায়, ওগো প্রিয়তম,
কেমনে তা' প্রকাশি ভাষায় !
ধন্য মানি—তুচ্ছ প্রাণ ও-দিঠির প্রতিদানে পুষ্পাঞ্জলিসম,
পারি যদি ডালি দিতে পায়।
ভালবাসি' ঐ তব ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি, মহাজাতি যত
উদ্দীপিত যুগ যুগ ধরি'
একথা শুনিয়া নাকি আক্ষেপে ভরিয়া ওঠে ধার্ম্মিক-সমাজ
সরমেতে শিহরি' শিহরি' !
মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় শতছিন্ন মর্ম্মমূলে, অহর্নিশি আজ
বহে মোর অশ্রুর প্রপাত—
কিন্তু বাজে যার প্রাণে দৃষ্টির আঘাত তব, কোনোকালে তার
পোহাবে কি বিরহের রাত !
তোমার চরণমূলে, হে উদ্ধত প্রিয় মোর, দিয়াছি লুটায়ে
গর্ব্বোন্নত আমার ললাট ;
বেড়িয়া তোমার হিয়া রহি বক্ষবাস সম, তবু কেন কও
"এ শুধুই প্রণয়ের ঠাট" ?
"মজনু"র প্রেম-বলে বলী হয়ে চল্ তবে, রে গোপন হিয়া,
উপত্যকা-পথে বেদনার
উৎসর্গের নব-সাজে সাজিয়া আহুতি দিতে, সে-প্রেম পরম
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলি যার।

উপেক্ষিতা

কর সাকী, তব করণীয় ;
চন্দ্রকান্ত পাত্রে মোর ঢালো সেই স্বর্ণাভ পানীয়,
দীপ্তি যার বালারুণ-রাগে
ধুম্র পানাধার হ'তে বাহিরিয়া নয়নের আগে
উছলি' পিয়ালাখানি পড়িবে গড়ায়ে—
মেঘ-লোক হ'তে যথা পড়ে উষা আলোকে ছড়ায়ে।

*

নেহার এ ভাগ্যহত হিয়া
ভগ্ন, দীর্ণ, অবসন্ন—সন্তাপে যা' রয়েছে তাপিয়া ;
বিগলিয়া অশ্রুবাষ্প-নীরে
ব্যথা যার আঁখি-পাতে দুলে উঠে ঝরে পড়ে ধীরে ;
তবু আছি প্রতীক্ষায়, দাহ্য আছে তাই—
হব রে হৃদয়-হীনা, হিয়া যবে পুড়ে হবে ছাই।

*

জানিতে ছিল না মোর বাকী,
তোমার ও শপথের আগাগোড়া একেবারে ফাঁকি ;
চিত্ত হ'তে তাই চিরতরে
মুছি' সে শপথবাণী, দুয়ার রুধিয়াছিনু ঘরে।
জনমিনু কেন হায় হেন পাপযুগে
নিষ্ঠুর নিয়তি আর কৃতঘ্ন প্রণয় যার বুকে ?

*

তথাপি নে আনন্দ খুঁজিয়া ;
কে জানে রে কোন্ ভাগ্য তোর লাগি আছে অপেক্ষিয়া !
দৃঢ়ভিত্তি এই বসুধার
ভূকম্পনে বিকম্পিয়া হয়ে যেতে পারে চুরমার ;
হয়তো বা, মৃদুমন্দ বহে যে মলয়
শূন্যগর্ভ জীবনের স্ফীতি-গর্ব্বে ঘটাবে প্রলয়।

প্রবুদ্ধতা

এ নহে প্রার্থনা মোর, হে করুণাময়
শক্তি ও সম্পদ যেন পাই ;
চাহি নিরালায় এক কানন-কুটীর,
যার রম্য ছায়ায়ঃসদাই
ক্ষীয়মান পরমায়ু যতক্ষণ নাহি হয় ক্ষয়—
এই পৃথ্বী-পাত্র ভরি', ত্রিদিবের স্বপ্নে স্পন্দমান
সুধাধারা করে' চলি পান ;
চাহি—সে নিভৃত-নীড়ে, স্নেহ-প্রাণ সখাদের ভিড়।

*

নীলাকাশে গেয়ে ফেরে আকুল পাপিয়া ;
সদ্য-ফোটা গোলাপের কলি
শিহরে ফুলের বনে শুনিয়া সে তান
গন্ধ-মধু পবনে উছলি'।
কিন্তু কী প্রাণান্ত-শ্রমে পুষ্পোদ্যান ওঠে যে হাসিয়া
জানে তা' উদ্যান-রক্ষী। শীতাতপ করিয়া বরণ
খেটেছে সে অক্লান্ত-চরণ,
কত না কণ্টক তারে করিয়াছে আঘাত প্রদান।

*

সৌন্দর্য্যের নাহি নাশ—সে চির-অমর ;
হের—দীপ্ত তপনের তেজে
আলোকিয়া ভূমণ্ডল পুলক-প্রভায়
নিত্যকাল বিরাজিত সে যে ;

প্রবুদ্ধতা

হোক্ স্তুতিগানে তব মুখরিত বিশ্ব-চরাচর
এ দানের লাগি ; আর—যুগে যুগে বিশ্বজন-মাঝে
গণ-চিত্ত-নিয়ন্ত্রণ-কাজে
পাঠাও জগত-গুরু—তারও লাগি' নতি তব পায় ।

*

বরিষ করুণা-ধারা আমাদের শিরে ;
মর-হিয়া কত না দুর্ব্বল !
কি-করুণ, কি-ভঙ্গুর এ মর্ত্ত্য-জীবন !
অন্বেষিয়া বিস্মৃতি-অতল
উৎকণ্ঠায় ফিরি যবে বিক্ষুব্ধ হৃদয়-সিন্ধুতীরে—
আর তুমি, অন্তর্য্যামি, জানো, বিশ্বে নিঃসঙ্গ হৃদয়
সহ্য করে কী সে পরাজয়—
রক্ষা ক'রো আমাদের, বিদূরিয়া ব্যথা অসহন ।

*

সুখী সেই প্রজ্ঞাবান, জেনেছে যে স্থির
দুঃখ-সুখ আসলে অভেদ,
শিখেছে যে আত্মবশে যাপিতে জীবন
উপেক্ষিয়া হর্ষ কিম্বা খেদ ।
বসন্তের পুষ্পভার, হেমন্তের উজ্জ্বল শিশির
চক্ষে যার একাকার—তাহারেও চাহ শিখাইতে !
বক্তৃতার সাধ যদি চিতে
একান্তই জাগে—বকো ; কিন্তু তার নাহি প্রয়োজন ।

*

সর্ব্বনাশা প্রেম যদি রথের সারথি,
ঐ পথে চলিবি যদি রে,—
মুক্ত মরুভূর বক্ষ কর্ তবে সার
পিছুপানে তাকাস্‌নে ফিরে ;

যাক্‌ বা থাকুক্‌ প্রাণ—হোক্‌ লাভ, কিম্বা হোক্‌ ক্ষতি,
চলে যা' ভ্রূক্ষেপহীন, বেদনায় রহি' অবিচল ;
খুঁজিস্‌ নে তীর কিম্বা তল
অপার, অপরিসীম প্রেম-সিন্ধু-সলিলেতে আর।

*

ওরে মন! নীড় ছাড়ি' পক্ষী-শিশু যবে
প্রথম সে উড়িবারে চায়,—
বারংবার বাতাসেতে পক্ষ ঝাপটিয়া
ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠে লুটায়,
শেষে ধরা পড়ে কাঁদে ; সেইরূপ উৎসাহ-গরবে
মেলিয়া দুর্ব্বল পক্ষ অবশেষে পড়ে গেলি ধরা ;
ভাগ্য তোর আজ দুঃখ-ভরা,
আপন বাসনা-জালে চির-বন্দী মরিস্‌ কাঁদিয়া।

উল্লাস

জাগৃহি, জাগৃহি প্রাণ—বসন্ত দুয়ারে ;
গোলাপী অধরে হাসি ফুটাক গোলাপ,
মল্লিকা উঠুক ফুটি' প্রান্তরে কান্তারে
দারু-ব্রহ্মরসে সাকী যোগাক্ প্রলাপ।

*

চলিতে নিষিদ্ধ পথে কি-হেতু বিমুখ
নিঠুর বঁধুয়া মোর ? কটাক্ষে তোমার
মরণে বরিতে যারা সদা সমুৎসুক,
তাদের মুখের পানে চাও একবার।

*

কেহ পূজে ইষ্টদেবে মন্দিরে পশিয়া,
কেহ গৃহাঙ্গনে, কেহ পরিজন-সনে ;
মোর চিদ্‌ঘন ! তুমি রভসে রসিয়া
আনন্দ-বেদীতে রাজো মরমে গোপনে।

নির্জ্জন-চিন্তা

ছিল বন্ধু অগণন, রহি যারা দুঃখে সুখে ভাগী
মোর সাথে কাটাইত দিন ;
আর তারা নহে মোর ; সঙ্গীহারা, একান্ত একাকী
আমি আজ নির্জ্জনে স্বাধীন।

*

জামসিদ্, কৈকোবাদ্—নিরর্থক নাম মাত্র আজ,
ধূলি-ম্লান পিয়ালা তাদের ;
অতীতের দুঃখে সুখে এ-কালের মানব-সমাজ
টানে নাকো দুর্ভাবনা-জের।

মোরা বর্ত্তমান-বাসী, ঊষর বালুকা-বর্ত্ম ধরি'
শ্রান্তপদে চলেছি সদাই
মনস্কামনার গড়া সেই স্বপ্ন-ভূমি লক্ষ্য করি'
চিহ্ন যার কোনোখানে নাই।

*

আমি চলি অনুসরি' জ্ঞানীদের পদ-চিহ্নগুলি ;
ধরি দৃঢ় প্রসারিয়া পাণি,
যত অতিবাহি' ঐ কণ্টকিত শুষ্ক পথধূলি—
বাঞ্ছিতের উত্তরীয়খানি।

*

নির্জ্জন-চিন্তা

বিনাশিল কত হিয়া, হে প্রেম, তোমার তরবারি,
আরো কত নাশিবে কে জানে!
তোমার কল্যাণ তবু নিরন্তর কাম্য যে সবারি,
সাধ্য কার—অভিযোগ আনে!

*

অন্বেষিতে ইষ্টমূর্ত্তি পশি' যবে মন্দির-প্রাঙ্গনে
ইতস্ততঃ ফেলিবি চরণ—
সন্তর্পণে যাস্ মখ্ফী—দেখিস্ রে, বিহঙ্গমগণে
না উড়ায় ও পাদচারণ।

প্রত্যয়

ভাতিল যে স্বর্গ-দ্যুতি ঘেরি' ওই 'সিনাই'-পাহাড়
যুক্তি-যুদ্ধ কেন তার লাগি' ?
কোনো যুক্তি নাহি মোর—বিশ্ব যদি করে অস্বীকার,
এ-প্রাণে প্রমাণ রবে জাগি'।

*

প্রত্যয়ের তাপে তপ্ত হিয়া মোর পঞ্জরের মাঝে
প্রেমানল করেছে বিস্তার ;
সমগ্র সিন্ধুর বারি—বিন্দুসম মনে হয় তা' যে
তীব্র তৃষা জুড়াইতে তা'র।

*

আকণ্ঠ-কলুষ পঙ্কে মগ্ন আমি, চলিব কিরূপে
হজ-তীর্থ-যাত্রীদের দলে ?
পাব কি রে তীর্থ-ফল, স্বর্গদূত যদি চুপে চুপে
নিজে আসি' লয়ে যান ছলে ?

*

জ্ঞানের সাম্রাজ্য-মাঝে রুদ্ধ হয়ে আসে শ্বাস মোর,
ক্লান্ত আমি যুক্তির সীমায়,
আয়রে প্রেমের বন্যা, যোজনান্তে নিজরাজ্যে তোর
আমারে লইয়া যাবি, আয়।

*

আশ্চর্য্য ! যখনি আমি দাঁড়াই ও সমুদ্রের তীরে
নতশিরে তরঙ্গ মিলায় !
উজ্জ্বল সত্যের পথ নেহারিবে সর্ব্বজনে কি রে
দীপ্ত মোর চিত্ত-বর্ত্তিকায় !

*

প্রত্যয়

যদিও দুর্দ্দিনে আজ রহি সর্ব্ব আনন্দে বঞ্চিত,
যন্ত্রণার নাহি হেরি ওর ;
দে অদৃষ্ট, তবু তোর শেষ-শাস্তি ভাণ্ডার-সঞ্চিত,
দীন-বন্ধু আজো আছে মোর।

*

বলো তো অন্তরতম ! পাপ—সে কি স্বকৃত আমার ?
শাস্তি—তা' কি আমারি পাপের ?
সে কি শারীরিকী—না সে অনশ্বর গোপন আত্মার
জন্মান্তের গ্রহচক্র-ফের ?

আত্ম-সান্ত্বনা

হায় রে অবোধ মোর হিয়া,
অযত্ন-শৈথিল্য তোর তাজ্জব করেছে আজি মোরে !
নাহি কি অন্তরে তোর ইচ্ছাবেগ ফেলিতে চূর্ণিয়া
যে-বাধা বাঞ্ছিত হ'তে দূরে তোরে রাখিয়াছে ধরে ?

*

চেয়ে দেখ্ ঐ পুষ্পকলি
উঠিছে যা' বিকশিয়া ছিন্ন করি' শ্যাম বহির্বাস ;
অল্প তার আয়ুটুকু যাপে রে সে কানন উজলি'
প্রকাশি' সর্ব্বাঙ্গ দিয়া 'ইসুফের' লাবণ্য-আভাস ।

*

ছুটে যা রে মলয়-সমীর
কেঁদে কেঁদে অন্ধদৃষ্টি 'ইয়াকুবে' শুনাইয়া আয়
সে বারতা, শুনিলে যা' মুছিবে সে নয়নের নীর,
বার্দ্ধক্যের অন্ধকার লুপ্ত হয়ে অরুণ-আভায় ।

সুদীর্ঘ প্রেমের পথ ধরি'
কত না দুর্ব্বহ ব্যথা, স্কন্ধপৃষ্ঠে টেনেছে হৃদয় ;
তাই পরিশুদ্ধ হিয়া শক্তিতে উঠেছে আজ ভরি'
ক্লেশে বা কর্ম্মের ভারে মানে না সে তাই পরাজয় ।

*

আত্ম-সান্ত্বনা

ধন্য মানি আমি ভাগ্যবতী ;
বিশ্বজয়ী সেকেন্দর—নিষ্প্রভ করেছি তার যশ ;
কে চাস্ তৃষ্ণার বারি, হেথা আয়—আমার নিয়তি
মিলায়েছে দেখা তার, বুকে যার সুধার কলস ।

*

অশ্রু-ধৌত সুনির্ম্মল প্রাণ—
শান্তিরে পেয়েছি বুকে—নাহি চাই অন্যতর ত্রাণ,
নাহি আর কর্ম্মে রুচি, নাহি রে মালিন্য বাসনার ;
ধারিব না বিচারক, স্বর্গ কিম্বা নরকের ধার ।

নিরাশের আশা

জ্বলিল রে হুতাশন অন্তরের মাঝে পুনরায়,
দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে লভিয়া বীজন,
লেলিহান হ'ল সে শিখায় ;
আর বুঝি পারে নারে ক্ষীণ মোর হৃদয়-পিঞ্জর,
দ্রুত-সঞ্চালিত-পক্ষ আত্মা-পাখীটিরে
রাখিতে এ বুকের ভিতর !
পাষাণ গলিয়া গিয়া অশ্রু-নদী করিত সৃজন
যদি সে বুঝিত কভু, কোন্ সে বেদনা
মর্ম্ম মোর করে নিপীড়ন ;
কি-যেন-অনর্থ-পাত-সশঙ্কিত অন্তরের তলে
ভাসে অশরীরী বাণী—"তাঁবু তোল্ ত্বরা,
ছুটে চল মরু-যাত্রী-দলে ।

*

তোর নির্য্যাতন, প্রেম, মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরি' গুমরি'
সকলের অলক্ষিতে আঁখি-নীরে ভেসে
সহিয়াছি দীর্ঘকাল ধরি' ।
নিঃস্ব আমি সত্য, তবু টুটেনিরে এখনো গরব ;
উদ্‌গ্রীব জনতা সনে হাতেমের ভোজে
মিশিবে না মোর কলরব ।
কত না বিচ্ছেদ-রাত্রি নিঃসঙ্গ যাপিনু প্রতীক্ষায়,
হারাণো হিয়ার আলো যদি ফিরে পাই,
তারি লাগি উদগ্র আশায়—
পরিত্যক্ত নিরালায় চিত্তের বৈধব্য-পথে মোর,

নিরাশের আশা

ঝরিল অ-পরিশেষ বন্যাবারি-প্রায়
মর্ম্ম-গলা রক্ত-অশ্রু-লোর—
দুঃখের পাবক তবু প্রাণে মোর আশা দেয় আনি'
সুগন্ধ কুসুমপুঞ্জে লভে রূপান্তর,
শুষ্ক মোর ফুলমালাখানি।

*

প্রেম বাঁধিয়াছে মোরে নিগড়েতে সুনির্ম্মমতম,
ঘোচেনি বিশ্বাস তবু ;—পাদমূলে তব
প্রভুভক্ত সারমেয় সম,
ঘুরিতেছি দীনা আমি যাচি' তব প্রীতি-কণাটুক্।
মখ্ফী রে! যদ্যপি তোর বুক-ভাঙা শ্বাস
পরশিত সাগরের বুক,
আলোকের রেখাহীন তুহিন সে অতল পাথার
মেলি' দিত উর্দ্ধে এক অনির্ব্বাণ শিখা,
জ্বালা তোর করিতে উদ্গার।

দুঃখের দান

প্রেম! আমি তব দাসী।
শ্বেত করবীর পাপড়ীর কোল রঞ্জিয়া অনুরাগে
গাঢ়তর এক হরিৎ-কান্তি যেমন বিকশি' রয়;
আমার মর্ম্মে বাসনার ফুল জাগে রে, তেম্‌নি জাগে—
নেহার, তাহার প্রগাঢ়তাটুকু, কলঙ্ক-মসীময়,
সকলি ছাপায়ে উঠিতেছে উদ্ভাসি'।

*

জাগে এ গরব প্রাণে—
সারা দুনিয়ার মর্ম্ম-গোলাপ খুঁজেছি জীবন-ভোর;
তথাপি আজিও শ্রান্তিবিহীন, আকুল অন্বেষণে,
বিনা অনুযোগে, হেলায় ছিঁড়িয়া বিঘ্ন-বাধার ডোর,
চলি আগুসরি' উন্নত শিরে জীবন-রণাঙ্গনে—
গরিমার দ্যুতি তাই এ শিরস্ত্রাণে।

*

অয়ি কল্যাণী ব্যথা!
বুকের মানিক দুঃখ আমার! অতৃপ্তি সুমধুর!
মৃত্যুবিজয়ী রে মোর বাসনা! পিপাসা দুঃশাসন!
অন্তর মোর পঞ্জর-তলে আজিকে শতধা-চুর.
আত্মার মণি-পদ্মের লাগি' বৃথাই অনুক্ষণ
মাথা খুঁড়ে মরে চিত্তের কাতরতা।

*

দুঃখের দান

হৃদি-মালঞ্চে মম,
আশীষ বিতরি পড়িতেছে ঝরি' তব করুণার আলো।
ওগো প্রিয়তম, শুভ্র তাহার দীপ্তিতে হোক্ লীন—
বাসনা-মলিন, দীনহীন মোর এ-কায়ার ছায়া কালো,
নিষ্প্রভ করি' তপনের জ্যোতিঃ নাহি জ্বলে যতদিন
বিরহী এ-প্রাণ প্রভায় উজ্জলতম।

*

সবিনয়ে রহি দূরে ;
কাবা-প্রাঙ্গনে ঘোরে শত শত ধর্ম্মাচারীর দল,
আমার কণ্ঠ মিলায় না স্বর তাদের ভজন-গানে ;
তবু এ-হিয়ার তারে তারে কাঁপে তাঁরি গান অবিরল,
আর, উহাদের প্রার্থনা হ'তে খাটো নহে তারা মানে—
খোদার দৃষ্টি গভীর মরমপুরে।

*

ওরে বিষণ্ণ প্রাণ,—
ব্যথা-হতাশার মরুপার হ'তে চেয়ে দেখ্ আঁখি তুলে—
প্রেম-নিশ্বাস আসিছে ভাসিয়া প্রভাত-সমীর-প্রায়,
ঝরিয়া পড়িছে অশ্রু-মুকুতা আঁখি-পল্লবে তুলে'
উর্ব্বর করি' কুঞ্জকানন ; গোলাপ জাগিছে তায়,
বসন্তে তারা পাঠাইছে আহ্বান।

নবোদ্যম

আনন্দ-আসব মম আজি স্বাদ-হারা,
ভুবন-নিবাস মোর—উষর সাহারা ;
শ্যামদূর্ব্বা নাহি আর, আছে কুশাঙ্কুর ;
বসন্ত নিঃশেষে শেষ—জীবন বেসুর।
আনন্দ খুঁজিয়াছিনু, সীমা কোথা পাই,
শূন্য বাহু উর্দ্ধে মেলি—সখা কেহ নাই ;
ক্ষমারূপী ভগবানে না লভিলে প্রাণ,
বিশীর্ণ তৃণের চেয়ে শুষ্ক মোর গান।
তবু হে গোপন বঁধু! চাও মুক্ত-আঁখি-
হয়তো হতাশা হ'তে বড় তৃপ্তি বাঃ
দু'চরণ ক্লান্ত যদি প্রেম-পথে চলি'
ফুটাবে নূতন শক্তি নব পুষ্পকলি।

দুর্গম-যাত্রী

জীবনের শান্তি হরি', আমারে তাড়না করি', চলেছিস্ রে প্রেম নির্ম্মম!
তথাপি উদ্ধত তোর প্রকৃতি হইতে মোর অন্তরের গর্ব্ব নহে কম।
অতিক্রমি' সর্ব্ব যন্ত্রণায়
প্রাণের বিশ্বাস মম, জ্বলিবে নক্ষত্রসম, যত তারে দলিবি ঘৃণায়।

*

ভাঙিয়া পড়েছে জানি হিয়ার মুকুরখানি প্রতিকূলে মোর বাসনার;
দিওনা দিওনা তবু করুণার কণা কভু, হে জীবনদেবতা আমার!
বরং প্রশংসমান আঁখি
হের এ হিয়ার গর্ব্ব—দুঃখেরে করিয়া খর্ব্ব, উচ্চশিরে যুঝিছে একাকী।

*

ভেবো না পরম সুখে, বাঞ্ছিতের অভিমুখে, চলিয়াছি আনন্দে আরামে;
কাঁদে হিয়া অবসাদে, চরণে চরণ বাঁধে, পদক্ষেপ বারবার থামে
অভিপ্রেতে যত অনুসরি;
সুদুর্গম যাত্রাপথ, তবু চলে মনোরথ, উত্তরিতে শান্তিরাজ্যোপরি।

*

রাত্রির আঁধার ঠেলি' আতন্দ্র নয়ন মেলি' রে মথ্ফী, উপরে দেখ্ চেয়ে
দুঃখের সেনানীদল, ছত্রভঙ্গ হতবল, উর্দ্ধশ্বাসে পলাইছে ধেয়ে;
আসে উষা—হতাশা মিলায়—
অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল—প্রার্থনার শরজাল অভিভূত করিয়াছে তায়।

ছায়াবাজী

রে স্বজন-পরিত্যক্ত ! কতকালে বল্‌
আবার দেখিবি তোর সে কাননখানি, পুষ্প-সমুজ্জ্বল ?
চিত্তের উত্থানটীরে রেখে দে পৃথক, নিজেরি মাঝারে,
স্থপবিত্র, শুভ্র ফুলহারে ;

*

ভুলে যা'রে—অবরুদ্ধ পিঞ্জর-মাঝারে
পক্ষী যথা ভুলে যায়, উড়িত একদা, নীল-পারাবারে
প্রসারি যুগল-পক্ষ , ভুলে যায়, অরণ্যের গান ;
ভাবে বিশ্ব—তা'র খাঁচা-খান !

*

নাহি তবু, নাহি তোর বিন্দুমাত্র ভয়
প্রেম-বাগুরায় বন্ধ নিঃসঙ্গ নীরব, রে মোর হৃদয় !
বিচ্ছেদের নিদারুণ উদ্বেগ-যন্ত্রণা, নহে কভু তা'র—
প্রেমে প্রাণে একাকার যার ।

*

সকরুণ প্রতীক্ষায় মোরা ক্লেশ পাই,
প্রিয়ের আননখানি আকুল আবেগে, দেখিবারে চাই
বৃথাই রে, যতদিন অন্তরের মূলে নবারুণ-রাগে
নব-জাত আশাটী না জাগে ।

*

অটল বিশ্বাস তোর, তাপসী-হৃদয় !
ব্রহ্মণি-যোজিত-চিত্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে, অল্প কভু নয় ;
জীর্ণ দেহ বহে তার শতগ্রন্থি-শিরা, রক্তমাংস-তলে,
উপবীত যথা তার গলে ।

ছায়াবাজী

জানো কেহ—প্রেমিকের কিবা, পরিণতি ?
কোন্ ভবিষ্যের পানে টানিতেছে তারে, নিষ্ঠুরা নিয়তি !
বিঘোষিবে উচ্চকণ্ঠে খেয়ালী জগত, তার প্রতিকূলে,
"দাও ওরে বসাইয়া শূলে" !

*

তবে আর বৃথা কেন অনুযোগ, বল্—
বাজিছে বলিয়া দুটী পায়ে গুরুভার, চরণ-শৃঙ্খল ?
তোর চেয়ে সমধিক মানাইত কোথা, দুর্ব্বহ এ ভার ?
সহিবার শক্তি এত কার ?

*

শৈলপৃষ্ঠে রহি' রত অসাধ্য চেষ্টায়
যেরূপে জীবন-রণে পরিশ্রান্ত-হিয়া, কাঁদি হতাশায়,
মৃত্যুর চরণে শেষে লইল শরণ, প্রেমী ফার্‌হাদ্—
রে হৃদয়, তারি মত কাঁদ্ !

*

কণ্টক-কঙ্কর-ময় দেখ্ ও প্রান্তর—
ক্ষত পদ-চিহ্ন তোর এঁকে এলি যার বক্ষের উপর ;
জনশূন্য অনুর্ব্বর ঐ ভূমিতলে, তোর রক্ত-ছাপ—
ফুটাবে রে অজস্র গোলাপ।

*

হে প্রেম ! ভাবিয়াছ কি, এ নিষ্ঠা আমার
ডরিবে পরিতে গলে মরণের ফাঁসি করি' কণ্ঠহার
তাই যদি ইচ্ছা তব ? তোমার মহিমা দীপ্তি যদি পায়,
সগর্ব্বে সহিব যন্ত্রণায়।

*

রে মখ্‌ফী ! নিয়তি তোর এই যদি হয়—
নিকুঞ্জ-কুটীর হ'তে নির্ব্বাসিত দূরে, জীবনের ক্ষয় ;
কেন ক্ষোভ ? স্বপ্নমাত্র মনুষ্য-জীবন ; আমরা যে আছি,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি—ছায়াবাজী, শুধু ছায়াবাজী !

কঃ পন্থা ?

রাখিত রাজন্যবর্গ নিরাপদ রাজসিংহাসন,
কভূ না জানিত কেহ পরাজয়-গ্লানি সে কেমন,
বিজয়-বাহিনী যদি না চালাতো তুরস্কীয়-দলে
প্রতি রাজশির হতে তাজগুলি পাড়িতে ভুতলে।
তেমনি, মোদের ভাগ্য তোমার নেতৃত্ববলে বলী না হইলে, মহাত্মন্
তুচ্ছ হ'ত আমাদের বিজয়-গরিমা যত, ব্যর্থ হ'ত যাবতীয় রণ।

*

লভিলি পতঙ্গ তুই কি-মহত্ব, কতই না বল
করিয়া বহ্নির স্তুতি! ছিল তোর অদৃষ্টের ফল—
প্রেম ও মৃত্যুর মোহে মুগ্ধ হবি, নারিবি সহিতে
স্ফুলিঙ্গের জ্বালা, তবু স্পর্দ্ধাভরে পারিবি দহিতে।
বহ্নি-প্রদক্ষিণ-রত আত্মভোলা রে পতঙ্গ! বিলক্ষণ আছে তোর জানা,
একাকার হয়ে যাবি বাসনার সাথে তোর, উপেক্ষিলে মরণের মানা।

*

ওরে ও নিষ্ঠুর প্রেম! যবে শেষ বিচারের দিনে
দাঁড়াবি খোদার পাশে লয়ে তোর অত্যাচার-ঋণে,
চলেছিস্ করি' যত নিরীহের হৃদি-রক্ত-পাত,
উদ্ধত মস্তকে তোর হানিবে বজ্রের প্রতিঘাত,
সেদিন বিচারভূমি তরঙ্গিত শোনিতের কালিমায় হবে কৃষ্ণতম,
হোসেনের হৃদি-রক্তে কলঙ্কিত 'কার্বালা'র তৃণ-ভূমি-সম।

*

তথাপি সান্ত্বনা, ওগো বিচারক, করুণ-হৃদয়,
পাপীদের প্রতি তব চিত্ত কভু হবে না নিদয়;
তাদের বিক্ষুব্ধ বক্ষ যত আত্মগ্লানির বাহন,
সহে তা'রা নিরন্তর সন্তাপের যে মহা-দাহন,

কঃ পন্থা

দংশি' বুকে যে দারুণ লজ্জা আজ অনুতপ্ত করিছে তাদের,
বল তো বিচারকর্ত্তা! পাপের উচিৎ শাস্তি, উহাতেই হয়নি কি ঢের?

*

মরীচিকা-মোহে মজি' এ-ভুবন-মরুভূ-মাঝার,
উদ্‌ভ্রান্ত কত না পান্থ হারায়েছে পথরেখা তার!
তথাপি প্রেমের শুভ বাহুর সঙ্কেত লাভ করি'
কত না পথিক গেছে ও-পথের সঙ্কটেতে তরি';
মজনুর মত যদি পথহারা পান্থ কেহ ঘুরে মরে মরুর দুস্তরে,
প্রেম দেখাইয়া পথ, অতিক্রমি' বিঘ্নবাধা তাহারে লইয়া আসে ঘরে।

অটলতা

সকল চাওয়া পূর্ণ যেথায়, সেই বাগানের কোলে
যায়নি কোনোই পথ,
তৃষ্ণা-কাতর মোদের নয়ন—লুব্ধ চকোর বৎ
তোমার রূপের চন্দ্রিকা-পান-স্বপ্নে বিভোর—তবু
পলক তরেও পায় না তারা কভু
দেখ্‌তে সে লাবণ্য যাহা তোমার মুখে দোলে।

*

তাই তো ঝরে ধারায় ধারায় নয়ন-জলের ঝারি,
হৃদয়-ভাঙা 'শ্বাসে'
অপূর্ণ মোর বাঞ্ছাগুলির করুণ স্মৃতিই ভাসে ;
তাইতো বৃথা অনুশোচন জাগায় বারে বারে,
বাগানটী সেই—যেথায় পেয়ে তারে
হারিয়েছি, আর পাইনে দেখা ; ভুলতে তবু নারি।

*

রাজপ্রাসাদে কি ফল তবে, রাজ্যে কিবা কাজ ?
কেনই বা সম্পদ ?
ঘুচুক না—যা' বিশ্বে যোগায় অহঙ্কারের মদ !
প্রাণের দারুণ অপমানের এ দুর্দ্দিনেও তবু
রাজার সুরাপাত্র সম, প্রভূ
তোমায় স্মরি' উর্দ্ধে ধরি ভাগ্যটী মোর আজ।

*

মথ্‌ফী রে তুই হোস্‌নে হতাশ ; নাই গজালো ঘাস
তপ্ত মরুর বুকে
নয়ন-সলিল-সেচনে তোর , কিন্তু সে কোন্ সুখে
খোদার কৃপায় অবিশ্বাসী বিজ্ঞ জনের দল
ছড়িয়ে চলে তর্ক-কোলাহল,
অনন্ত তাঁর কৃপা যখন সৃষ্টিতে প্রকাশ ?

বেদনার সুখ

আমার সবুজ কুঞ্জ অভিষিক্ত অশ্রুর নীহারে,
আত্মার অদৃশ্য পথে প্রবাহিত গোলাপী সুবাস
মদির পরশে তার, চিত্তে আনে ভোরের আভাস ;
রে সাকী, পিয়ালা আন্—ঐ দেখ্ নিকুঞ্জ-মাঝারে—

*

আমাদের উৎসবেরে বিতরিতে গৌরবের প্রভা,
পশিছে নিশীথ-রাতে ঝিকিমিকি ঊষার কিরণ ;
জানিস্—নিশার বুকে ও কোন্ আলোর শিহরণ ?
স্বরগের দ্যুতি-দীপ্ত আমারি ও হৃদি-রক্ত-জবা।

*

দুঃখের পিয়ালা হ'তে প্রাণ ভরে করিয়াছি পান,
ভালবাসি ব্যথারাশি আহত এ হৃদয়খানির,
ক্ষত না শুকাতে তাই ছিঁড়ে তারে করি চৌচির,
বেদনার মাঝে আমি পেয়েছি রে আনন্দ-সন্ধান।

*

কেন বা সম্মতি তবে দিব বল্ সোহাগ-সমীরে
বিক্ষুব্ধ করিতে চিত্ত—মৃদুমন্দ মলয় বাতাস
বিপর্য্যস্ত করে যথা সুবিন্যস্ত প্রিয়া-কেশপাশ ?
আমি যে নিরাশা-পথে চলিয়াছি সৌভাগ্যের তীরে।

*

করিস্ নে ভয়—যদি অভ্যন্তরে প্রার্থনা-গৃহের
ক্ষীণ কর্পূরের শিখা অকস্মাৎ হয় নির্ব্বাপিত ;
দীর্ঘশ্বাস-মূলে মোর যে অনল নিত্য-প্রজ্বলিত,
নবীন আলোক-শিখা, দীপ্ততর, জাগাবে সে ফের।

*

বহে যে সুগন্ধী বায়ু উষার আঁচলখানি ঘেরি'
যায় না কি, ওরে মখ্‌ফী, হরি' লয়ে প্রাণমন তোর
দূরান্তরে,—আনন্দের স্বর্গলোকে ; যাহে দিন-ভোর
নন্দন-সুরভি রহে স্নেহে তোর সর্ব্ব অঙ্গ বেড়ি' ?

জ্ঞান ও প্রেম

প্রেম-উন্মাদনা মোর তাবৎ বিশ্বের ঘৃণা
শিরে মম আনিয়াছে টানি' ;
জগতের নির্ম্মমতা এড়াইতে ছুটি তাই
খুঁজে খুঁজে শান্তি-নীড়খানি।

*

চাই নিজ অধিকারে একখানি উপবন
নিরজন অরণ্যের ছায় ;
চিত্তের সমতা যেথা নাশিতে সংসারীজন
সংশয়ী নয়নে নাহি চায়।

*

প্রেমের চরণমূলে আপনা বিকাতে চায়
অথচ আঁকড়ি রহে প্রাণ,—
এ-হেন প্রেমিক যদি সেবা করে প্রণয়ের
তবে তার মরি কি সম্মান !

*

প্রথম যৌবনে মোর শুধায়েছি—কোথা পথ ?
প্রেম—সে সাধিয়াছিল বাদ ;
পিচ্ছিল প্রেমের পথে ঘটিল পতন, ত্রুটী,
জ্ঞান শেষে ঘুচাল প্রমাদ।

*

হৃদয়-মুকুর আজ মাজিয়া উজল করি,
আত্মরূপ মনের নয়নে
আনন্দের প্রতিবিম্বে যাবৎ না ফুটে উঠে
'রসে' ধরে 'রূপে'র আসনে।

*

শোকান্ধ-নয়নযুগ-‘ইয়াকুব’ সম আজ
জগতের যাবতীয় মুখ
নিরর্থক মোর কাছে ; কেন আঁখি, যায় যদি
তোমাপানে চাহিবার সুখ ?

আমরণ

কতকাল লুকাবি রে প্রজ্জ্বলিত হিয়া !
ধক্ ধক্ শিখাগুলি, ঐ দেখ্, আসে বাহিরিয়া।
তোর ঐ দীর্ঘশ্বাস-বাষ্পরাশি-তলে,
আকাশের যত তারা ম্লানদীপ্তি লুকাবে সদলে।

*

মরুপথে, অন্তরের প্রেম-তাড়নায়,
বালুকা-বিবর্ণ-শিরে ভ্রাম্যমান মজনুর প্রায়,
লয়লার দরশন যাচি' চিরদিন,—
ব্যর্থ-আঁখিজলে মোর আয়ু হবে নিরন্তর ক্ষীণ।

*

প্রেমালোক দীপ্ত আত্মা কভু নাহি ডরে
অজ্ঞান জগত যদি চতুর্দ্দিকে ঘোষে তারস্বরে—
"ফেরে যে প্রেমের পথে সে ঘোর উন্মাদ" ;
জানে সে—অন্তরে তা'র জাগে কোন্ আনন্দের স্বাদ,
প্রজ্ঞান কেমনে তা'র কানে কানে কয়—
"প্রেমাঞ্জনে যে-স্বপন দেখা যায়—স্বপ্ন তাহা নয়"।

*

দেখ্ মখ্ফী চেয়ে দেখ্, কি-ঔদ্ধত্যভরে
মানবের বুকে বুকে প্রেম নিত্য সগর্ব্বে বিচরে !
ওই দেখ্—প্রেমিকের হৃদি-রক্ত-স্নানে
কি-গাঢ় রক্তিম আভা বিকীরিত তাহার কৃপাণে !

বসন্তে

বসন্তের সমাগমে নেহারিলে ফুলের বাগান,
মুক্তকণ্ঠ পাপিয়ার আনন্দে গাহিয়া উঠি গান ;
মেলিয়া ছলনা-জাল সুচতুর মালাকর আসি'
বাঁধিতে চাহিলে মোরে—গোলাপের মত' আমি হাসি।

*

পরশি' নিকুঞ্জখানি বহে যে প্রভাত-সমীরণ,
আমার নয়নে মনে আনে না সে সুখের স্বপন ;
অকর্ম্মণ্য গন্ধবহ পারে না আনিতে উপহার
তব উত্তরীয়-গন্ধ যত্নে বহি' পক্ষপুটে তা'র।

*

উদ্যানের বহির্দ্বারে প্রতীক্ষায় রহি আমি জাগি' ;
আপনারে হতভাগ্য কি হেতু ভাবিব এর লাগি ?
পবিত্র তোরণে তব নিত্য রব উদ্বেগে আকুলি'
যুগল-নয়ন-পক্ষ্মে মুছে দিতে তোরণের ধূলি।

*

এ চিত্ত-বিহগী মোর জালে তব পড়িয়াছে বাঁধা ;
বৃথা উড্ডয়ন চেষ্টা, বৃথা তা'র নিরন্তর কাঁদা ;
সত্য সে বন্দিনী,—তবু, বাঁধিতে কি পারে তব পাশ
উঠিছে আকাশে তার বক্ষভেদী যত দীর্ঘশ্বাস ?

*

রে অমূল্য দুঃখ-লভ্য মৃত্যুহীন প্রাণ-বিহঙ্গম
বৃথা তোরে খুঁজে ফিরি ; অতিক্রমি' শাসন সংযম
তোর লাগি' সর্ব্ব হিয়া ব্যাকুলিয়া ওঠে, তবু হায়
পক্ষ-প্রধূনন তোর কল্পনার ঊর্দ্ধে রয়ে যায়।

*

বসন্তে

লক্ষ্যভ্রষ্ট করি' মোরে, রে অরাতি, রেখেছিস্ ধরি'
কিন্তু শোন্—যদি তুই সাগর গর্ভেও অবতরি'
আমার আক্রোশ হতে আপনারে লুকাইতে চাস্—
সেখানেও পশি' তোরে দহিবে জলন্ত মোর শ্বাস।

*

আনন্দে কানন কোলে, বুল্‌বুল্, ঢাল্ তোর গান,
বক্ষের মঞ্জুষা তোর ভরে দিতে, বসন্তের দান
মখ্‌ফী এনেছে জিনি'; কিন্তু তার আপন হিয়ায়
হুতাশী হিমেল বায়ু হাহাকারে ডুকারিয়া ধায়।

কবি-বেদন

বল মোরে, ওরে প্রেম, একি রীতি তোর ?···কেন মোর আমিত্ব হরিয়া
অন্তর মন্থন করি' চাস্ নে রাখিতে ধরি' চরণের সেবিকা করিয়া ?
অপার প্রজ্ঞার তোর কে কবে পেয়েছে পার—
কে জেনেছে প্রেমী কত সহে
জগত যখন তারে বাতুল বলিয়া বুঝি, ঘৃণা আর অবজ্ঞায় দহে।

*

আপনার হৃদয়ের শোনিত পিপাসু আমি, চাহি তাহে সাগর সৃজিতে ;
সর্ব্বস্ব ঘুচায়ে মোর ডালি দিতে চাই প্রাণ পাদমূলে তোর রিক্ত চিতে।
বিরহ দাহনে দহি' পড়িতেছে মূরছিয়া হিয়া মোর বেদনার ভারে—
আয়রে সঙ্গীতসুধা লয়ে রসধারা তোর, অসীমায় মুক্তি দে আমারে।

*

বসে রই ভস্মস্তূপে রুষ্ট আকাশের তলে হতবুদ্ধি আয়ুবের প্রায়
দুখনিশি অবসানে উষার বিকাশ সম আশা তবু আঁখি মেলি চায়।
জনহীন শৈলবক্ষে হর্ষ বেদনার দ্বন্দ্বে অভিভূত 'ফরহাদ' সম
আশা আর নিরাশায় আমিও ঘুরেছি বহি' ব্যথা ও বাসনা বুকে মম।

*

তবু তোর গুপ্ত কথা, রে মখ্ফী, ছড়ায়ে গেছে সুনিশ্চিত সারা বিশ্বময়।
'ইসুফের' রূপরাশি কা'র চোখে না পড়েছে, হাটে যবে হ'ল সে বিক্রয়।

দিশারী

মদ্যপাত্র কেন ওষ্ঠে ধর ?
উদ্যানের পুষ্পরাজি যোগায় যে গন্ধের আঘ্রাণ,
আবেগ-মাধুর্য্যময় তাদের সে অনায়াস দান
আনে প্রাণে মাদকতা, স্বর্গীয় যা' সমধিকতর।

*

ক্ষমা কর মোরে, এ মিনতি,
প্রীতি-সম্মেলনে যদি সুরার পরশ নাহি চাই ;
আমি করিয়াছি পান, যে পানীয়, তুল্য তার নাই,
সুমিষ্ট সৌরভে তার অহোরাত্র আমি মুগ্ধমতি।

*

এ হৃদয়—যেন কোনো পাখী ;
আনন্দে আকাশপথে কোনোদিন গাহেনি যে গান,
দুঃখের পিঞ্জরবাসে চিররুদ্ধ রহি' ম্রিয়মান
স্বপ্নে-দেখা ফুলবনে নিজমনে বিহরে একাকী।

*

অনুযোগ সাধে কি জানাই ;
এ তনুর প্রতি অনু, ওরে ও নির্ম্মম নীলাকাশ !
কাঁদি তোর অত্যাচারে মুহুর্মুহু ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস—
বিষন্ন মলিন দিন ছাড়া কি রে দেয় তোর নাই ?

*

কথা রাখ্, নিঠুরা নিয়তি !
দে মোরে আনন্দঘন একখানি বসন্তের দিন
যার অবকাশে এই রুদ্ধপ্রাণে বেজে ওঠে বীণ
স্বপ্তস্বরা, অর্থভরা ; আসে ওই মৃত্যু ক্ষিপ্রগতি।

*

দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী

দীনা আমি সত্য অতিশয় ;
আমার রিক্ততা তবু কৃপাভিক্ষু নহে এই ভবে ;
আজো জ্বলে মর্ম্মতলে দৃপ্ত আত্মা আপন গৌরবে ;
সহিবার শক্তি আজো স্পর্দ্ধাভরে বক্ষে জেগে রয়।

*

কতকাল, কতকাল আর
নিঃসঙ্গ বিক্ষোভে পূর্ণ এই কারা-প্রাচীরের পারে
মুক্তির পরশ-হারা রহিব রে আঁধারে আঁধারে
অন্ধ 'ইয়াকুব'-সম ঝরাইতে নয়ন-আসার ?

*

যদিও এ গরবিনী হিয়া
বাহন-বিচ্যুত আজি বিলুণ্ঠিত ধরার ধূলায়
নিঠুরা নিয়তি-হস্তে নিদারুণ প্রহারের ঘায় ;
তবু জানি—এ-চরণ লক্ষ্যভূমে উত্তরিবে গিয়া।

*

জীবন-মরুভূ-পথ বাহি'
প্রেম-তীর্থ লক্ষ্য করি' যাত্রী যবে চলে সারি সারি-
হে মোর অন্তরতম, জানি আমি, তাদের দিশারী
তোমারি চরণ-চিহ্নে অমর গৌরবে রবে চাহি'।

দিব্য-দৃষ্টি

যুঝেছি সুদীর্ঘকাল কত না ব্যথিত ব্যর্থতায়
তোর সাথে, বৈরি মোর ; পরিণামে তবু লভি নাই
জয়ের গৌরব-কণা। কৃতঘ্নতা লুকায়ে হিয়ায়
সম্মুখ হইতে তোর নিত্য শুধু নিজেরে সরাই।

* *

তাই তো রে লোলজিহ্ব হতাশার তীব্র হুতাশন
ক্ষিপ্র দৃপ্ত শিখা মেলি' নিরন্তর উর্দ্ধমুখে ধায় ;
নিরুদ্ধ বেদনা-বাষ্প না মানিয়া আঁখির শাসন
অন্ধ নীলিমার পানে অশ্রু-বারি লিখন পাঠায় !

* *

ভাবিস্—উৎসব-সভা আমারে রেখেছে দূরে বলি'
ঘুচেছে আনন্দ-তৃষা ? যে-স্বপন জাগিত এ প্রাণে
আজো তার অবশেষ রহিয়াছে হৃদয় উজলি' ;
শিরায় শিরায় মোর স্মৃতি তা'র বাজে সুরে-তানে।

* *

সত্য, নিরাশ্বাসে ভরা নিরন্ধ্র এ গোলকধাঁধায়,
নাহি হেরি—কোন্ পথে এড়াইব যন্ত্রণার হাত ;
তবু, প্রার্থনার বলে কোনোকালে পাবোনাকি, হায়
একটী প্রসন্ন দিন—একখানি শান্তিময় রাত ?

* *

এতই অভাগী আমি—যদিই বা সহিষ্ণু আশায়
প্রাণপণে করি শ্রম যতক্ষণ না পড়ি লুটায়ে—
পারিনাকো প্রক্ষালিতে, যে-কালিমা দাগ রেখে যায়
অথবা যে-ধূলি লাগে মোর মনোমুকুরের গায়ে।

* *

দীনা সুনিশ্চয়—তবু, দুর্ব্বলও তো অল্প আমি নহি ;
অস্থির-সঙ্কল্প-হেতু পারিনা তো নির্ভয়ে খুলিতে
যে-গোপন রত্নকোষে আমার সম্পদ-ভার বহি ;
কৈ পারি সে-সম্পদ বিছাইতে মোর অঙ্কটীতে !

* *

তবু, হে অন্তরতম, দিব্য দৃষ্টি লভি' কোনোদিন
হের যদি এ জগৎ, মায়ান্বিত, বর্ণ লীলাময়—
ফকীরের ছিন্নবাস, মনে হবে—তা'র পাশে দীন
সম্রাটের পরিচ্ছদ, হীরা, মুক্তা, মাণিক্যনিচয়।

কেন ?

অধীর অঙ্গুলি মোর অতিরিক্ত ব্যস্ততা-কারণ
খুলিতে অদৃষ্ট-গ্রন্থি হইল না পূর্ণ-মনস্কাম,
জীবনের ব্যর্থতায় বিষণ্ণতা এবে অকারণ,
মিছে ভাবা—বিধি মোরে বাম।

*

বিস্ময়ে অবাক হই—অন্তরের অতলে আমার
মধুর-দাহনশীল বাসনা-বহ্নির শিখাখানি
নিভিয়া নিঃশেষ আজি ; দাহগুলি করিতে উদ্ধার
করেছি শিখারও প্রাণ-হানি।

*

আশার উদ্যানে মোর সাফল্যের কুসুম-কলিকা
মেলিয়া নয়ন কভু হেরিল না উদার গগন ;
জীবনের পথে মোর আলোকের বরাভয়-শিখা
তমসায় রহিল মগন।

*

হে কৃতঘ্ন প্রিয়তম, বন্ধু তব সীমাসংখ্যাহীন ;
কত লোকে বাসে ভাল. কত তব ভালবাসা পায়,
দেয় তা'রা সারা হিয়া, কেন লবে এ হৃদয় দীন ?
কেন তুমি চাহিবে আমায় ?

শেষ আশা

পূর্ণ কর, হে স্বতঃপ্রকাশ,
তোমার যাহারা ভক্ত, তাহাদের অন্তরের আশ ;
গুরুভারাক্রান্ত চিত্তে বহে যারা দুর্ব্বহ জীবন
বহ্নিমান বজ্র লয়ে দিওনা তাদের দরশন।

*

পারিনা সহিতে আমি আর
তোমার বিচ্ছেদ আর তিক্ত এই মর্ম্মগ্লানিভার ;
নিপীড়িতা আমি, প্রভু, মুক্ত কর আমার আত্মায় ;
ক্লান্ত, ক্ষিন্ন, ভগ্নবুকে—মগ্ন আমি, হের, হতাশায়।

*

মানবের ওগো বন্দনীয় !
খুলিয়া বন্ধন-রজ্জু বন্দিনীরে কোলে টেনে নিও ;
রক্ষা তারে কর' প্রভু—যেরূপে করিয়াছিলে ত্রাণ
কূপ হ'তে 'ইউসুফে'—রূপে যার চন্দ্র ম্রিয়মান।

*

অশ্রুলেশ আজিকে নিঃশেষ ;
যে-উৎস যোগাতো জল, শুষ্ক শূন্য তার তলদেশ।
দাও তব শান্তিবারি, হে মহান, আমি অতি হেয়
অনুতাপ-অশ্রুসিক্ত ধূলিকণামাত্র মুষ্টিমেয়।

*

আশা তবু নব নব রাগে
ফুলে ফুলময় হয়ে ফোটে মোর বাসনার বাগে ;
অগ্নি-শিখা হইতেও, পারে নাকি বিধির বিধানে,
কিংশুকের হাসিমুখ তাকাইতে আকাশের পানে ?

দীপিকা

সিনাই—আরবদেশীয় পাহাড়। হজরত মহম্মদ ঐখানে ভগবৎ-প্রেরণা লাভ করেন।

মজনু—বহু উপাখ্যানে আখ্যাত লয়লার প্রণয়ী। কথাটীর অর্থ 'উন্মাদ'।

সাকী—মদ্যপাত্র-বাহিকা।

ইয়াকুব বা Jacob—ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক ক্রীতদাস-রূপে বিক্রীত পুত্র জোসেফের শোকে ইনি অন্ধ হইয়া যান; পরে তাঁহার নিকট আনীত (পুত্রের) পরিচ্ছদ-আঘ্রাণে পুনরায় দৃষ্টিলাভ করেন।

আলেকজেন্দর—পারস্যের কাব্য-সাহিত্যে চরম সৌভাগ্যবানের প্রতীক হিসাবে এই 'নামটী ব্যবহৃত হয়; অপর পক্ষে 'ডেরিয়াস' চরম অভাগার দৃষ্টান্ত।

হাতেম—প্রাগ-মুসলীম যুগের আরবদেশীয় বিখ্যাত দানবীর। তিনি কখনও প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। একজন তাঁহার শির প্রার্থনা করায় তিনি উহা দান করেন ও ঐভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রুস্তম—ফার্দ্দুসীর শাহনামার নায়ক—পারস্যের বিখ্যাত বীর।

ফর্‌হাদ—প্রাচ্য উপাখ্যানের বিখ্যাত প্রেমিক। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে যিনি বাদশাহ খসরুর মহিষী হইয়াছিলেন, সেই সিরিনকে ইনি ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন একজন সারা পারস্যের প্রথিতযশা ভাস্কর। পাছে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হন এই আশঙ্কায় তাঁহার অনুরাগ অন্য পথে চালিত করিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার উপর এক অসম্ভব কর্ম্মভার প্রদান করেন। সিরিন Joui Shir বা দুগ্ধ-নদীর জন্য আবদার করায় Beysi-toun পর্ব্বতমালার পথে যে সমস্ত পাহাড়শ্রেণী খাড়া থাকিয়া অপর-প্রান্তের নদীগুলির প্রবাহ রোধ করিতেছিল তিনি সেইগুলি ভাঙ্গিয়া নদীকে বাধামুক্ত করিতে আদিষ্ট হন।

কৃতকার্য্য হইলে সিরিন তাঁহার হইবে, এই সর্ত্তে তিনি রাজী হন এবং বৎসরের পর বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে আশ্চর্য্য খাত খনন করাইয়া আনেন আজও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতকার্য্য হইতে কয়েকদিন মাত্র যখন বাকী আছে আছে, তখন শঙ্কিত বাদশাহ্ দূতমুখে ফরহাদের নিকট সিরিনের অমূলক মৃত্যু-সংবাদ পাঠান। সেই সংবাদে পর্ব্বতশীর্ষ হইতে ঝম্প-প্রদানে ফরহাদ আত্মহত্যা করেন।

ইয়ুফ—ইয়াকুবের পুত্র জোসেফ; অমানুষিক সৌন্দর্য্যময় কন্দর্প-কান্তি যুবক; কথিত আছে, সমগ্র পৃথিবীতে যত সৌন্দর্য্য ছড়ানো আছে, তাহার ৯/১০ অংশ তাঁহার রূপগঠনে স্রষ্টা ব্যয় করিয়াছিলেন।